রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

দশ ভাগ। ১ম—৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, পত্রিকাধ্যক্ষ ;

রঙ্গপুর

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের একা[illegible] বার্ষিক অধিবেশন

ও সাহিত্য-সম্মিলনের

সভাপতির অভিভাষণ।

নমস্তে জগতাং মাতঃ কামরূপাদিদেবতে।
সম্মেলনস্য সাফল্যং বিধেহি পরমেশ্বরি॥

মাননীয় সভামহোদয়গণ—

সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতাদি করিতে চিরদিনই আমি অপটু—এখন তো বার্দ্ধক্য শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ সমধিক অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর নানাস্থান হইতে সভাপতিত্বের আহ্বান আসিয়াছিল। সবিনয়ে এবং সভয়ে পরিহার করিয়াছি। পরন্তু রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে [illegible] শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। কেননা আমি রঙ্গপুরের পরিষদের নিকট নানা বিষয়ে ঋণী আছি। মাদৃশ ক্ষুদ্রকে ইঁহারা বাড়াইতে ত্রুটি করেন নাই,—উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের গৌরীপুর অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত করিয়া, স্বর্গীয় পণ্ডিতরাজের দ্বারা উপাধি প্রদানে অভিনন্দিত করিয়া, এবং পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে মনোনীত করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইদানীং আবার মৎসঙ্কলিত কামরূপ শাসনাবলী প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের আহ্বান কোনও ব্যপদেশে পরিহার করিলে অকৃতজ্ঞতা অপরাধে দোষী হইতে হইত। আমার ভরসা আছে মৎপ্রতি চির অনুগ্রহশীল রঙ্গপুর পরি-ষদের সভ্যগণ ও তাঁহাদের আহ্বানে সমাগত সহৃদয় সজ্জনবৃন্দ আমার ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না—সেই ভরসায় নিতান্ত অসামর্থ্য সত্ত্বেও এ স্থলে আজ দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছি।

সভ্যমহোদয়গণ—ইতঃপূর্ব্বে রঙ্গপুরে বহুবার আসিয়াছি; শেষবারে আজ দশ বৎসর হইল—স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া যে আনন্দ ও উদ্দীপনা অনুভব করিয়াছিলাম আজ তাহা স্মরণ করিয়া—সেই সময়কার অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া নিতান্তই অবসাদগ্রস্ত হইতেছি। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের বহু সাহিত্যসেবীর এবং এই পরিষদের হিতৈষী অনেক মহাশয় ব্যক্তির তিরোভাব ঘটিয়াছে। যিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যশোহরে অধিবেশনের সভাপতিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া সাদরে এই উত্তর-

বঙ্গের সাহিত্যসম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশনে সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই আকার-সদৃশ-প্রজ্ঞ ভারতগৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় বঙ্গদেশ অন্ধকার করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। যিনি উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং সাদরে স্বীয় জন্মভূমি পাবনায় পরবর্ত্তী অধিবেশন আহ্বান করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সাহিত্যসেবিবৃন্দের আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন, সেই বঙ্গগৌরব অজাতশত্রু অসামান্য প্রতিভাবান স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় স্বর্গগামী হইয়াছেন। যিনি উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং পশ্চাৎ রাজসাহীতে উত্তরবঙ্গ সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন,—যিনি শ্রেষ্ঠ জমিদার বংশসম্ভূত হইয়াও আজীবন সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া লক্ষ্মী সরস্বতীর চিরসাপত্ন্যের অন্যথাভাবের উদাহরণ দেখাইয়া ছিলেন—সেই মহারাজ জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ চিরতরে ইহজগৎ হইতে অকালে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি ব্যারিষ্টারির বিশাল প্রসার হেতু তদানীং একান্ত অবসরাভাব সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চ্চায় প্রবল অনুরাগ বশতঃ উত্তরবঙ্গ সম্মিলনের শেষ অধিবেশনে—বগুড়ায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছিলেন সেই স্বনামধন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহোদয় সমগ্র দেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, মালদহ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় এবং সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী রাধেশ চন্দ্র শেঠ মহোদয়, পাবনা অধিবেশনের সম্পাদক সীতানাথ অধিকারী মহাশয়—পরলোকগত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মালদহের সাহিত্যসেবী বিপিনবিহারী ঘোষ ও রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী উত্তরবঙ্গ সম্মিলনের প্রতি চিরাগ্রহপরায়ণ বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের অক্লিষ্টকর্ম্মা সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তোফী, রঙ্গপুরের উৎসাহী কর্ম্মী জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবিশ, আসাম ও অসমীয়া সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখক গৌহাটির গোপালকৃষ্ণ দে প্রভৃতি এমন অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনাধিবেশন উপলক্ষে যাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইয়া ও যাঁহাদের প্রবন্ধাদি শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছিলাম। যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি রঙ্গপুরে আসিয়া অভিনন্দিত হইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যেও দেশগৌরব স্বনামখ্যাত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় এবং শ্রীকণ্ঠ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। রঙ্গপুর পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যগণের মধ্যেও রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। এই অভিভাষণ পঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই রঙ্গপুর পরিষদের একজন উৎসাহী সভ্য এবং এই পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়, যিনি বহুকাল যাবৎ রোগ শয্যাশায়ী ছিলেন, পরলোক গমন করিয়াছেন।

সভ্যমহোদয়গণ—শোককাহিনী এখনও শেষ হয় নাই—বরং এখন যাঁহার কথা বলিতে যাইতেছি তাঁহার বিয়োগব্যথা আজ প্রায় দুই বৎসর পরেও বোধ হয় অত্রস্থিত সকলের অন্তঃকরণে প্রবলভাবে জাগরূক রহিয়াছে। ফলতঃ এই পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিকেশরী যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্ মহাশয়ের তিরোভাবে উত্তরবঙ্গ কেন—সমগ্র বঙ্গ—এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষ এক উজ্জ্বল-রত্ন-হারা হইয়া দৈন্যগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার কাশীপ্রাপ্তির দিবসে, বারাণসীতে ছিলাম—দেখিয়াছি কি পণ্ডিত, কি বিষয়ী, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি পুরুষ, কি নারী—কাশীবাসের আবালবৃদ্ধ সকলই হাহাকার করিয়াছে—এমন সার্ব্বজনীন শোকোচ্ছ্বাস ইদানীং বারাণসীক্ষেত্রে আর দেখা যায় নাই। তিনি পরিণত বয়সেই শিবসাযুজ্য লাভ করিয়াছেন, ইহা একটা সান্ত্বনার কথা সন্দেহ নাই, তথাপি পণ্ডিতরাজের ন্যায় সর্ব্বগুণাধার ব্যক্তির অভাব সমাজের অপূরণীয় ক্ষতির বিষয় বলিয়া তদীয় বিয়োগব্যথাও নিতান্তই দুরপনেয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার প্রভাবে স্যার আশুতোষের ন্যায় লোক হয়তো বা জন্মিতেও পারেন, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার যে অবস্থা, পণ্ডিতরাজের ন্যায় ব্যক্তি যে আর জন্মিবেন এরূপ আশা হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে আপনাদিগের নিকট আমার কিছু বলিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। শুনিয়াছি এ সভায় তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ সভা হইয়াছে। আশা করি পণ্ডিতরাজের জন্মভূমিতে তদীয় পুণ্যস্মৃতি যথোচিত সংরক্ষিত হইবে।

এইরূপে রঙ্গপুর পরিষদের তথা উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কতিপয় উৎসাহী কর্ম্মী ও পৃষ্ঠপোষকের ক্রমশঃ অভাব ঘটাতে এবং পরিষদ ও সম্মিলনের চিরন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের শারীরিক ও মানসিক নানারূপ অবসন্নতা হেতু—বিশেষতঃ তাঁহার স্বাভাবিক উদ্যম ও অধ্যবসায় ভূয়িষ্ঠভাবে সাহিত্যেতর বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়াতে ইদানীং পরিষৎ ও সম্মিলনের কার্য্য একপ্রকার স্তম্ভিত হইয়া পড়ে—সম্প্রতি ভগবদিচ্ছায় তাঁহার পূর্ব্বতন সাহিত্যানুরাগ উদ্দীপিত হইয়াছে—অনন্যমনা এবং অন্যনিরপেক্ষ হইয়া সাহিত্য সেবার নিমিত্ত তিনি আলমনগরে একটি বাসবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং একটি প্রেসও সংস্থাপন করিয়াছেন। ইতোমধ্যে রঙ্গপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হওয়াতে তত্রত্য অধ্যাপক মহোদয়গণের প্রত্যাশিত সহায়তায় ইদানীং রঙ্গপুরের সাহিত্য চর্চ্চার পথ সমধিক প্রশস্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। অপিচ রঙ্গপুরের শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী সাহিত্যানুরাগী রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর যখন এইবার পরিষদের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আশা করা যায় যে, রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার পত্রিকা এবং উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ববৎ গৌরবান্বিতভাবে পরিচালিত হইতে পারিবে।

মাননীয় সভ্যমহোদয়গণ—সাহিত্য-সম্মিলন ক্ষেত্রে 'সাহিত্য' অর্থাৎ গদ্য-পদ্য-নাট্য সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে এই সকল রচনার রীতিনীতি গতি প্রবৃত্তি বিষয়ে আমার বক্তব্যও বহু ছিল; কিন্তু দুইটি কারণে এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা হইতে ক্ষান্ত থাকিলাম; প্রথমতঃ ঐ সকল বিষয়ে অনেকে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন ও এই রঙ্গপুরেই কিয়ৎকাল পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বহু বলিয়া গিয়াছেন; নিজেও এ বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি; "আলোচনা

চতুষ্টয়" নামক পুস্তকে তাহা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উত্তরবঙ্গের গৌরববর্দ্ধক একটি তথ্য আজ আপনাদিগের সমক্ষে বিবৃত করিতে হইবে; তাই বিষয়ান্তর অবতারণার অবকাশের একান্তই অভাব।

আপনারা বোধ হয় অনেকেই ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের আবিষ্কার সংবাদ অবগত আছেন—কেননা ১৩১৯ বঙ্গাব্দের রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এবং অপর অনেক পত্রিকায়ও এই শাসনের সমালোচনা হইয়াছে। ইহার সমস্ত ফলক এক সঙ্গে পাওয়া যায় নাই। প্রথমতঃ তিনখানি—প্রথম দ্বিতীয় ও অন্ত্য ফলক মাত্র—পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে ভাস্কর বর্ম্মার উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম ও তাঁহার কয়েকটি বিশেষণ এবং প্রদত্ত ভূমির পশ্চিমার্দ্ধের সীমা, কয়েকজন রাজকর্ম্মচারীর নাম, এই মাত্র জানা গিয়াছিল। তারপর ক্রমশঃ আর তিনখানি ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে—তন্মধ্যে একখানি অল্প দিন হইল মদীয় হস্তগত হইয়াছে। জানা গিয়াছে আরো একখানি ফলক অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। উহাও হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে—জানিনা ঐ চেষ্টা কখন ফলবতী হইবে। সে যাহা হউক যে তিনখানি ফলক পরে পাওয়া গিয়াছে—তাহাই অদ্য বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছে।

এই শাসনখানি সম্বন্ধে সর্ব্বাদৌ স্মরণ রাখিতে হইবে যে—(১) ইহা শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী পঞ্চখণ্ড পরগণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। (২) ইহা কামরূপাধিপতি ভাস্কর বর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত—যাঁহার কথা বাণভট্টের কৃত হর্ষচরিত—সপ্তম উচ্ছ্বাসে বিবৃত হইয়াছে, এবং চীন পরিব্রাজক য়ুয়ানচোয়াং যাঁহার রাজ্য—কামরূপ—পরিদর্শন করিয়াছিলেন। প্রথমাবিষ্কৃত ফলকত্রয়ের প্রথম খানিতে আছে, (৩) ইহা কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার হইতে আদিষ্ট হইয়াছিল, * এবং শেষ খানিতে আছে, (৪) ইহা মূল শাসন নহে—আসল খানি দগ্ধ হইয়া যাওয়াতে নূতন করিয়া এই শাসন খানি লিখিত হইয়াছে।§ ইহাতে অনুমানতঃ বলিয়াছিলাম যে ভাস্কর বর্ম্মা একদা কর্ণসুবর্ণ রাজ্য অধিকার করিয়া ঐ দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে তত্রত্য কোন ভূমিখণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন—অব্যবহিত পরেই দান পরিচায়ক শাসন খানি দগ্ধ হওয়াতে তিনি তাহা পুনর্ব্বার নূতন করিয়া লেখাইয়া দেন—কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মণের অধস্তন পুরুষ কেহ শ্রীহট্টে চলিয়া যান—হয়তো স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়াদির সূচক শাসনের মধ্যস্থ দুই একটা ফলক ফেলিয়া দিয়া শ্রীহট্টস্থ ব্রাহ্মণসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন রঙ্গপুর পরিষৎ পত্রিকার ১৩১৯, ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। তারপর যখন মধ্যের এই তিন খানি ফলক ক্রমশঃ হস্তগত হইল—তখন দেখা গেল, পূর্ব্বের সমস্ত অনুমানিক কথাই অলীক কল্পনা মাত্র। (১) ফলকখানি মূলতঃ ভাস্কর বর্ম্মার প্রদত্ত নহে—তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হয়—ভাস্কর বর্ম্মার সময়ে শাসনাভাব হেতু প্রদত্ত ভূমিতে কর ধার্য্য হইবার উপক্রম হওয়াতে নূতন শাসন দ্বারা ঐ ভূমি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন পুরুষদিগের মধ্যে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

---

* স্বস্তি কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ ... প্রথম ফলক ২ ও ৩ পংক্তি।

§ শাসনদাতৃদগ্ধতাম্রশাসনাভিলিখিতানি ভিন্নরূপানিতেভ্যোক্ষরাণি ... কৃতানি সমাপ্ত শ্লোক।

নহে—তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মা কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হয়—ভাস্কর বর্ম্মার সময়ে শাসনাভাব হেতু প্রদত্ত ভূমিতে কর ধার্য্য হইবার উপক্রম হওয়াতে নূতন শাসন দ্বারা ঐ ভূমি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন পুরুষদিগের মধ্যে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শাসনে আছে—"রাজ্ঞা শ্রীভূতি বর্ম্মণা যামপট্টি কৃতং যৎ তত্তাম্রপট্টাভাবাৎ করদমিতি মহারাজেন জ্যোতিভদ্রান্ বিজ্ঞাপ্য পুনরস্যাভিনবপট্টীকরণায় শাসনং দত্বা চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং কিঞ্চিৎ প্রগৃহ্য ভূয়ো ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন পূর্ব্বভোক্তৃ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিপাদিতং যত্র ব্রাহ্মণনামানি" ইত্যাদি।

(২) শাসন প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ একজন ছিলেন না—অন্ততঃ ২০০ জন ব্রাহ্মণকে ঐ ভূমি অংশতঃ বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।*

(৩) প্রদত্ত ভূমি "চন্দ্রপুরি বিষয়ের অন্তর্গত ময়ূর শাল্মল অগ্রহার ক্ষেত্র" ছিল।

(৪) দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদিগের গোত্র ও বেদ পরিচয় রহিয়াছে—তাহাতে অন্ততঃ ৩৮টি ভিন্ন গোত্রের উল্লেখ আছে—আবার একই গোত্রে অনেকস্থলে ভিন্ন ভিন্ন বেদ শাখার ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, পশ্চাৎ ঐ সকল বিবৃত করা যাইবে। অনাবিষ্কৃত ফলকখানিতে অবশ্যই আরো নূতন গোত্রের উল্লেখ আছে। কেননা ঐ ফলকে কেবল ব্রাহ্মণগণের নাম, গোত্রাদি থাকিবার কথা।

ভাস্কর বর্ম্মার রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ—তিনি হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ও পরম মিত্র ছিলেন—চীন পরিব্রাজক য়ুয়ানচোয়াং সপ্তম শতাব্দীর ঐ অংশেই ভারতে আইসেন। তিনি যে ভাস্করের রাজ্যও পরিদর্শন করিয়াছিলেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভূতিবর্ম্মা ভাস্করের বৃদ্ধ প্রপিতামহ অর্থাৎ তাঁহার চারি পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। ইঁহার রাজত্বকাল পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ধরিয়া দিতে পারি। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তদীয় "বঙ্গে ব্রাহ্মণ অধিকার"—২য় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সমাজ ছিল না। "পঞ্চ গোত্র ছাপান্ন গাঁই—এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই"—এইরূপ যাঁহাদের সংস্কার তাঁহারা কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আমন্ত্রিত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণের গৌড়ে পদার্পণ কাল হইতেই, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের সময় নির্দ্দেশ করিবেন—ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কুলপঞ্জিকার মতে বেদবাণাঙ্ক (অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় আইসেন। তাই অষ্টম শতাব্দীর কথা বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন। পরন্তু কুলপঞ্জিকার ঐ শাকের পাঠান্তরও

---

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আরো একখানি ফলক এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এতাবৎ প্রাপ্ত ফলক অনুসারে অংশ সমষ্টি ১৬৮০ হওয়াতে ইহাই সূচিত হয়।

আছে—"বেদবাণাঙ্ক" অর্থাৎ ৯৫৪ শকাব্দ—১০৩২ খৃষ্টাব্দ; তাহা হইলে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের কাল নির্দ্দেশিত হইতে পারে।*

কিন্তু ভাস্কর বর্ম্মার এই শাসন হইতে দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই এমন কি পঞ্চম শতাব্দীতেও (ভূতিবর্ম্মার সময়ে) কামরূপ রাজ্য ব্রাহ্মণ সমাজ বেশ গৌরবান্বিত ভাবেই বর্ত্তমান ছিল। তদানীং একটি মাত্র 'অগ্রহারে" ৩৮টি ভিন্ন গোত্রের এবং দ্বিশতাধিক ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে এবং এই "অগ্রহারই" যে কামরূপে একমাত্র ব্রাহ্মণাধ্যুষিত গ্রাম ছিল, তাহা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এতো "কামরূপ" রাজ্যের শাসন, বাঙ্গালার সহিত ইহার কি সম্পর্ক? উত্তরে বলিব, আগে তো "কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধবার" দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে শাসনের ভূমি ঐ রাজ্যেই ছিল—এখন তাহাও বলিতেছি না, তাম্রশাসন খানি পাওয়া গিয়াছে—"শ্রীহট্টে"; শ্রীহট্ট এখন বাঙ্গালা সরকারের এলাকার••বাহিরে হইলেও বাঙ্গালী সমাজ যতদিন হইতে গঠিত হইয়াছে—তদবধিই বাঙ্গালা সমাজেরই অন্তর্গত রহিয়াছে—কিন্তু এই শাসনের ভূমি শ্রীহট্টেরও নহে—ইহা পূর্ব্বাবধিই বলিতেছি (রঙ্গপুর পরিষৎ পত্রিকা ১৩১৯ ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) এই ভূমি ঠিক কামরূপেই ছিল, তবে আধুনিক কামরূপের (অর্থাৎ আসামের) নহে—প্রাচীন কামরূপের—যাহার সীমা পশ্চিমে করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে এই ভূমি উত্তরবঙ্গের সম্ভবতঃ এই রঙ্গপুরেরই--অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা যে 'করতোয়া" ছিল—তাহার প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন; চীন পরিব্রাজক য়ুয়ানচোয়াং (ভাস্কর বর্ম্মার সময়ে) যখন কামরূপ আইসেন, তখন 'কলোতু" § নদী উত্তীর্ণ হইয়াই কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করেন।

বনমালদেব ভাস্কর বর্ম্মার দুই শতাব্দীর পরে কামরূপের রাজা ছিলেন—তাঁহার এক তাম্রশাসন ১৮৪০ অব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে প্রকাশিত হয় তদবলম্বনে রঙ্গপুর পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২১ অব্দের (নবম ভাগের) ১ম সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সেই শাসনের প্রদত্ত ভূমি ত্রিস্রোতা নদীর পশ্চিমে ছিল—এবং উহার পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমা ছিল "চন্দ্রপরি" ‡ এই "চন্দ্রপরি"ই খুব সম্ভবতঃ ভাস্কর বর্ম্মার

---

* এই স্থানে বক্তব্য এই যে কুলপঞ্জিকার এ সকল কথা—এমন কি আদিশূরের নামও কোন তাম্রশাসনে বা শিলালিপিতে এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

§ অর্থাৎ করতোয়া চীন ভাষায় "র" স্থানে "ল" উচ্চারিত ও লিখিত হয়—য়ুয়ানচোয়াং "কামরূপ"কে কামলুপ লিখিয়া গিয়াছেন।

‡ ত্রিস্রোতায়াঃ পশ্চিমতঃ সজলস্থলসংযুতং। অভিপুরবাটকাখ্যানষ্টসীমাপরিচ্ছেদ; পূর্ব্বেণ দশলাঙ্গল সহসীমা পূর্ব্ব দক্ষিণেন চন্দ্রপরি সহসীমা ইত্যাদি।

শাসনোক্ত চন্দ্রপুরি হইবে। কথা হইতে পারে যে "চন্দ্রপরি" ও 'চন্দ্রপুরি" উভয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য কোথায়? "প" ও "পু" তে তো প্রভেদ রহিয়াছে।* তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বনমালের শাসনখানির পাঠ কোনও বিশেষজ্ঞ কর্তৃক যথোচিত সাবধানে সম্পাদিত হয় নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে—বিশেষতঃ আসাম অঞ্চলে তাদৃশ লোকও ছিল না। যে ভাবে উহা পঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আছে; শাসনখানির পাঠ এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইবার সময় প্রেরক আসামের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা জেনারেল জেনকিন্‌স্ বাহাদুর লিখিয়াছিলেন, "At the time it was brought up, there was no person in the province who could read the inscriptions, but having given to a Pandit the alphabets of the ancient forms of Sanskrit writing published by Mr. James Princep to illustrate his discoveries, he was soon able to make out the inscription." (p. 766—J. A. S. B. 1840)

এই ভাবে তখন যিনি পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহার পাঠে ভুল ভ্রান্তি যথেষ্ট থাকারই সম্ভব—আবার ছাপার ভুলও ছিল—কৌতূহলী মহোদয়গণ ঐ সব রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় পূর্ব্বোল্লিখিত সংখ্যায় (৯ম ভাগ—১ম সংখ্যায়) দেখিতে পাইবেন। আবার তদানীং উকারটি কতকটা দেবনাগর র-ফলার মত ঈষৎ লক্ষিত হইত—তক্ষকারও ভুলে তাহা খোদাই না করিয়া থাকিতে পারে। ফলতঃ বনমালের মূল শাসনখানি না পাওয়ায় ভুলটা যে কোথায় হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না। আবার একটু সমস্যার বিষয় এই যে উভয়ত্র 'চন্দ্রপরি' তে হ্রস্বইকার রহিয়াছে—"চন্দ্রপুরি"র একটা অর্থ কোনওরূপ করা যায়, কিন্তু "চন্দ্রপরি"র কোনও অর্থ হয় না। অতএব বনমালের শাসনোক্ত চন্দ্রপরি ও ভাস্কর বর্ম্মার শাসনে উল্লিখিত "চন্দ্রপুরি" যে একই তাহা বোধহয় নিঃসন্দিগ্ধ বিষয় বলিয়াই পরিগণিত হইবে।* ঐ সময়ে কামরূপ রাজ্য যে বৌদ্ধ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত এবং স্বব্রাহ্মণ্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল—য়ুয়ানচোয়াঙ তাহার প্রমাণ। পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্ড্র

* যাঁহাদের নিকট এই প্রমাণ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না তাঁহাদের প্রবোধার্থ অবান্তর আমরা কিঞ্চিৎ প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেছি। চন্দ্রপুরি বিষয়ের অন্তর্গত যে ভূমি শাসনের বিষয়ীভূত হইয়াছে, তাহার সীমা বর্ণনায় "গঙ্গিনিকা" শব্দটি রহিয়াছে—কামরূপের অপর কোনও শাসনে এ যাবৎ এই শব্দটি পাওয়া যায় নাই। পরন্তু খালিমপুরে প্রাপ্ত গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমির সীমা বর্ণনায় এই গঙ্গিনিকা শব্দটি পাওয়া যায়—এবং তৎসম্বন্ধে গৌড় লেখমালা সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন সি আই, ই, মহোদয় বলেন যে, "গঙ্গিনিকা" শব্দ এখনও গাঙ্গিনা নামে বরেন্দ্র মণ্ডলে প্রচলিত আছে। মরা নদীর পুরাতন খাত এই নামে কথিত হইয়া থাকে।" গৌড় লেখমালা ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমানে কামরূপে বহু মরা নদীর খাত থাকিলেও এই

বর্দ্ধনাদি সমস্ত রাজ্যেই ঐ চীন পরিব্রাজক বহু বৌদ্ধ মঠাদি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কামরূপে একটীও সঙ্ঘারাম দেখেন নাই। দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও অধ্যয়নার্থ বহু প্রতিভাবান্ বিদ্যার্থী কামরূপে আগমন করিতেন।* ইহাতে প্রতীত হয় যে পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধ বিপ্লাবিত রাজ্যগুলি হইতে দলে দলে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া ঐ যুগে কামরূপ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‡

নাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। অপিচ ঐ খালিমপুরের শাসনে "মাঢ়াশাল্মল নামক গ্রামের উল্লেখ আছে—ইহাও ময়ূর শাল্মলের কতকটা সদৃশ। নাম সাদৃশ্যও সন্নিকর্ষসূচক বটে। ঐ শাসন কামরূপ সংলগ্ন করতোয়ার পশ্চিমে অবস্থিত পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির কোনও গ্রাম সম্বন্ধে ছিল, তাই চন্দ্রপুরি বিষয় যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অতি সন্নিকৃষ্ট তাহাই সূচিত হইতেছে। এই শাসন খানি কর্ণসুবর্ণ স্কন্ধাবার হইতে আদিষ্ট হইয়াছিল—ইহাতেও স্থানটি যে কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। হর্ষচরিতে আছে যে যখন হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যলাভ করিয়াই ভ্রাতৃহন্তা গৌড়াধীশ্বর (কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্কের) বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া রাজধানী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ভাস্করের দূত আসিয়া হর্ষের সহিত মৈত্রীবন্ধনের প্রস্তাব করে—হর্ষও তাহাতে সম্মত হন। বোধহয় দুই মিত্রে মিলিয়া যখন শশাঙ্ককে পরাজিত করিয়া কর্ণসুবর্ণ অধিকার পূর্ব্বক সেই স্থানে বিজয়োৎসবানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন—ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তে এই ময়ূর শাল্মলাগ্রহার নিবাসী অবসরজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সুদূরবর্ত্তী কামরূপ রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষে যাতায়াত অধিকতর আয়াসকর মনে করিয়া নিকটতরবর্ত্তী কর্ণসুবর্ণে গিয়া দগ্ধ শাসনের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। শাসনের প্রারম্ভে লিখিত—"স্বস্তি মহানৌ হস্ত্যশ্বপত্তিসম্পত্ত্যোপাত্তজয়শব্দাম্বর স্কন্ধাবারাৎ কর্ণসুবর্ণবাসকাৎ" দ্বারাও যেন ইহাই সূচিত হয়। (কর্ণসুবর্ণ তদানীন্তন কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম দক্ষিণ দিকে সংলগ্ন ছিল।)

* They (অর্থাৎ কামরূপের অধিবাসিগণ) worshipped the devas and did not believe in Buddhism So there had not been any Buddhist monastery on the land. The deva temples were some hundreds in number and various systems had some myriads of professed adherents * * * His Majesty (Bhaskar varman) was a lover of learning and his subjects followed his examples; men of abilities came from far lands to study here (Watters' Yuan Chwang vol ii p 186).

‡ ভাস্করের শাসনে উল্লেখিত তদীয় কতিপয় বিশেষণ দ্বারাও যেন ইহাই সূচিত হয়, যথা "কলিযুগপরাক্রমাকলিতধর্ম্মস্য সমুল্লাস ইব ভগবতো ধর্ম্মস্য ন্যায়স্যাধিষ্ঠান মাস্পদং গুণানাং নিধিঃ প্রণয়িনামুপায়ঃ সত্ত্বানাম্।" বলা বাহুল্য ভূতবর্ম্মাদি তদীয় পূর্ব্ব পুরুষেরাও তাদৃশ গুণসম্পন্ন সুক্ষত্রিয়ই ছিলেন।

তাই আমরা সেই স্থানে ময়ূরশাল্মলের স্থায় বহু গোত্রীয় নানা বেদাধ্যায়ি ব্রাহ্মণগণাধ্যুষিত অগ্রহারের সংবাদ পাইতেছি। এবং যখন গৌড়াদি রাজা ক্রমশঃ বৌদ্ধভাব পরিমুক্ত হইতেছিল, তখন এই কামরূপ হইতে—এই চন্দ্রপুর বিষয়ান্তর্গত ময়ূরশাল্মলাগ্রহারের স্থায় স্থান হইতেই—ব্রাহ্মণগণ গিয়া ঐ সকল রাজ্যে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 'কাণ্যকুব্জ' হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদের এদেশে অধিষ্ঠিত হইবার যে সব কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়, সেই সকলের মূলে যথার্থতা কতটা আছে তাহা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। *

এই স্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ যে দেশান্তরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহার এক উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'সাম্প্রদায়িক' নামধেয় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন—তাঁহারা পদে পদার্থে ঐ অঞ্চলে অতীব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের গোত্র দশটী :—বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয়, পরাশর, কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম। ইঁহারা সম্বন্ধ বাদ এই দশ গোত্রের মধ্যেই করিতেছেন—পারত পক্ষে অন্থবংশীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সম্বন্ধ করেন না। ইঁহাদেরও কুলপঞ্জিকা আছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে ত্রিপুরার কোনও রাজা যজ্ঞ করিবার নিমিত্তে প্রথমোল্লেখিত পঞ্চ গোত্রীয় (অর্থাৎ বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর গোত্রের) ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন—ইঁহারা এই পঞ্চখণ্ডে—অর্থাৎ যেখানে ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই স্থানে—ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে থাকেন; এবং ঐ পাঁচ জন ব্রাহ্মণ হইতেই স্থানটির নামও পঞ্চখণ্ড হইয়াছে। † তাঁহারা পশ্চাৎ তাঁহাদের আপন জন্মভূমি হইতে ইষ্ট কুটুম্ব অপর পাঁচ গোত্রের (অর্থাৎ কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রের) ব্রাহ্মণ আনাইয়া 'সাম্প্রদায়িক' সমাজ গঠন করিয়াছেন। এই শাসনখানি পঞ্চখণ্ডে আবিষ্কৃত হওয়াতে এবং পশ্চাৎপ্রাপ্ত ফলকগুলিতে নানা গোত্রীয় বহু ব্রাহ্মণের উল্লেখ থাকাতে আমার মনে সন্দেহ উপজাত হয়—এই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণই সম্ভবতঃ শাসনখানি কামরূপ হইতে ঐ স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন তদ্বশবর্ত্তী হইয়া শাসনালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা গেল—গোত্রগুলির মধ্যে ঐ দশটী গোত্রও রহিয়াছে—কেবল "বৎস" স্থানে বাৎস ‡ পরাশরের স্থলে পারাশর্য্য এবং স্বর্ণকৌশিক স্থলে 'কৌশিক' লিখিত হইয়াছে। 'বাৎস' ও 'পারাশর্য্য' গোত্রার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে—এবং বোধহয় তখনও কৌশিক গোত্রটি 'স্বর্ণ' 'রজত' 'ঘৃত' ইত্যাদি বিশেষণ লাভ করিয়া বিভিন্নত্ব প্রাপ্ত হয় নাই।

* একটা বাক্য আছে "অক্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" সন্নিকটে এই প্রাচীন কামরূপ অঞ্চলে এত সব ব্রাহ্মণ থাকিতে গৌড়াধিপ দূরবর্ত্তী কান্যকুব্জ হইতে কেনই বা ব্রাহ্মণ আনিতে যাইবেন—ইহাও বিবেচ্য।

† পঞ্চখণ্ড বর্ত্তমানে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত হইলেও প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী ছিল—শ্রীহট্টের দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশ অনেকটাই ঐ রাজ্যের অধীন ছিল।

‡ বলা অবশ্যক যে "বাৎস্য" গোত্র ভিন্নভাবে উল্লেখিত আছে অর্থাৎ "বাৎস" "বাৎস্য" পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে। পশ্চাৎ তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে।

তারপর, যে পাঁচ গোত্রের ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবার নিমিত্তে গিয়াছিলেন বলিয়া কুলপঞ্জিকায় উল্লেখিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দেখা গেল ঋক্, সাম এবং যজুঃ এই তিন বেদের ব্রাহ্মণই ছিলেন; আবার যজুর্ব্বেদের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই প্রকারের বেদজ্ঞই ছিলেন। একটা যজ্ঞ সম্পাদন করিতে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বেদীয় ব্রাহ্মণের প্রয়োজন থাকিবারই কথা। *

সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ 'মৈথিল' বলিয়া আপনাদিগকে খ্যাপিত করিয়াছেন--ইহারও একটা সমাধান করা গিয়াছে। কালিকাপুরাণের মতে নরক মিথিলার রাজা জনক কর্ত্তৃক শৈশবে লালিতপালিত হন—পশ্চাৎ সেই স্থান হইতে স্বয়ং বিষ্ণু কর্ত্তৃক কামরূপে আনীত হইয়া কিরাতদিগকে তাড়াইয়া রাজ্যাভিষিক্ত হন; তখন সেই স্থানে ব্রাহ্মণাদিরও উপনিবেশ হয়। + এই সকল ব্রাহ্মণ সন্নিকটস্থ মিথিলা হইতেই সম্ভবতঃ ভূয়িষ্ঠ ভাবে সমাগত হইয়াছিলেন; পরে ভূতিবর্ম্মাদির সময়েও সমীপবর্ত্তী মিথিলা প্রদেশ হইতেই ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশ কামরূপে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। আজিও কামরূপীয় ব্রাহ্মণগণ মিথিলার স্মৃতি অনুসারে চলিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহাদের আদিপুরুষ মিথিলা হইতে কামরূপ আসিয়াছিলেন বলিয়াই বোধহয় শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণও 'মৈথিল' বলিয়াই পরিচয় দিতেছেন; এবং শ্রীহট্টের অন্যত্র অনেকস্থলে রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলিত থাকিলেও তাঁহারা বাচস্পতি মিশ্রের গ্রন্থানুসারেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ইহাদের সঙ্গেই যে ভাস্কর বর্ম্মার শাসনখানি শ্রীহট্টে গিয়াছে—তাহার প্রমাণও রহিয়াছে। "ব্রাহ্মণনামানি" বলিয়াই প্রথমে প্রাচেতস গোত্রীয় সাধারণ স্বামীর ও তাঁহার সগোত্র বলিয়া অনুমিত কতিপয় ব্রাহ্মণের নাম আছে। তারপরে কাত্যায়ন গোত্রীয় মনোরথ স্বামীর নামোল্লেখ হইয়াছে। এই উভয়েরই "পট্টকপতিঃ" বিশেষণ রহিয়াছে—অর্থাৎ এই তাম্রপট্টাত্মক শাসনখানি প্রথমে এই উভয়ের তত্ত্বাবধানেই ছিল। তারপর বোধহয় সাধারণ স্বামীর বংশলোপ ঘটে; কেন না ইদানীং "প্রাচেতস" গোত্রের নামও শুনা যায় না। তাহাতে ঐ শাসনখানি সম্পূর্ণরূপে কাত্যায়ন গোত্রীয় মনোরথ স্বামীর বংশধরগণের হস্তগত হইয়া পড়ে। পশ্চাদ্‌গত পাঁচ গোত্রের মধ্যে এই "কাত্যায়ন" গোত্রও রহিয়াছে—এবং সম্ভবতঃ এই গোত্রের ব্রাহ্মণের সঙ্গেই শাসনখানিও পঞ্চখণ্ডে চলিয়া গিয়াছিল।

---

* এস্থলে বক্তব্য এই যে বর্ত্তমানে ঐ সকল গোত্রের ব্রাহ্মণগণের বেদ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—ঐ পঞ্চ গোত্রের মধ্যে এখন আর ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ নাই। গোত্র অপরিবর্ত্তনীয়—কিন্তু বেদ-পরিবর্ত্তন অসম্ভাব্য কিছুই নহে। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও তাহা ঘটিয়াছে। তাই একই বীজিপুরুষের সন্তান বলিয়া প্রখ্যাত শাণ্ডিল্য গোত্রজ রাঢ়ীয়গণ সামবেদীয়—পরন্তু বারেন্দ্র,—শাণ্ডিল্য গোত্রের মধ্যে ঋগ্বেদীয় পাওয়া যাইতেছে।

+ কালিকাপুরাণ—৩৮শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ শ্রীহট্ট অঞ্চলের ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বাঙ্গালী যাঁহাদের নাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়—সেই পতিত পাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক রঘুনাথ শিরোমণি যথাক্রমে বৎস ও কাত্যায়ন গোত্র সম্ভূত। এতদ্ব্যতীত অষ্টাবিংশতি "প্রদীপ" প্রণেতা কাব্যপ্রকাশের টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারও সাম্প্রদায়িক কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রজ ছিলেন। এই অতি আধুনিক কালেও স্বর্গীয় রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌম, মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট পণ্ডিত এই সম্প্রদায়ে সম্ভূত হইয়া পাণ্ডিত্য প্রতিভায় শ্রীহট্টের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

এই স্থানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শ্রীহট্টভূমি উত্তরবঙ্গের (অর্থাৎ কামরূপের যে অংশ হইতে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণগণ সেখানে গিয়াছিলেন) এই ঋণ অংশতঃ পরিশোধও করিয়াছে। রঙ্গপুর, বগুড়া প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের নানা অঞ্চলের বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেকেরই পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া ইদানীন্তন কালে এই সকল স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন; উদাহরণ স্থলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারি।

এই পর্য্যন্ত ভাস্কর শাসনের যে সব ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল গোত্রের নাম আছে তাহা অকারাদি বর্ণানুক্রমে বেদ পরিচয় সহ উল্লেখিত হইতেছে; ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ "বাহ্বৃচা" এবং সামবেদীয়গণ "ছন্দোগ" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন; যজুর্ব্বেদীয়গণ "বাজসনেয়ী" "তৈত্তিরীয়" এবং "চারক" (বা চারক্য) এই তিন প্রকারে সংজ্ঞিত হইয়াছেন।

গোত্র—	বেদ পরিচয়—
অগ্নিবেশ্য	বাজসনেয়ী
আঙ্গিরস	”
আলম্বায়ন	”
আশ্রায়ন	ছন্দোগ
কবেস্তর	বাজসনেয়ী
কাত্যায়ন	বাহ্বৃচা ও চারক্য
কাশ্যপ (ও কশ্যপ)	বাহ্বৃচা, বাজসনেয়ী ও তৈত্তিরীয়
কৃষ্ণাত্রেয়	বাজসনেয়ী
কৌটিল্য	”
কৌণ্ডিন্য	বাহ্বৃচা ও বাজসনেয়ী
কৌৎস	বাজসনেয়ী
কৌশিক	বাহ্বৃচা, বাজসনেয়ী ও ছন্দোগ

গার্গ্য	বাজসনেয়ী ও চারক্য
গৌতম	বাহ্বৃচ্য ও বাজসনেয়ী
গৌরাত্রেয়	বাহ্বৃচ্য
জাতুকর্ণ	বাজসনেয়ী
পাঙ্কল্য	ছন্দোগ
পারাশর্য্য	বাহ্বৃচ্য ও চারক্য
পৌত্রিমাষ্য	বাহ্বৃচ্য
পৌর্ণ	"
প্রাচেতস	বাজসনেয়ী
ভারদ্বাজ (ও ভরদ্বাজ)	বাহ্বৃচ্য, বাজসনেয়ী তৈত্তিরীয় ও ছন্দোগ
ভার্গব	বাহ্বৃচ্য
মাণ্ডব্য	বাজসনেয়ী
মৌদ্গল্য	"
যাস্ক	বাহ্বৃচ্য, বাজসনেয়ী
বাৎস	চারক্য
বাৎস্য	বাহ্বৃচ্য
বারাহ *	"
বার্হস্পত্য	"
বাসিষ্ঠ	"
বৈষ্ণবৃদ্ধি	ছন্দোগ,
শাকটায়ন	বাজসনেয়ী
শাণ্ডিল্য	"
শালঙ্কায়ন	"
শৌনক	বাহ্বৃচ্য ও বাজসনেয়ী
সাঙ্কৃত্তায়ন	চারক্য
সাবর্ণিক *	বাজসনেয়ী

ভাস্করের তাম্রশাসনে ব্রাহ্মণগণের নামের পাছে 'স্বামী' এই পদবী রহিয়াছে; আজকাল মাদ্রাজ অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের নামেই "স্বামী" পদবী ভূরিশঃ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে কেহ মনে করিতে পারেন, এই শাসনোক্ত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষেরা হয়তো দাক্ষিণাত্য হইতেই

* কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য ও সাবর্ণি রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের এই পাঁচটি গোত্র এই শাসনের ব্রাহ্মণদের গোত্র মধ্যেও দৃষ্ট হইতেছে।

সমাগত—মিথিলা অঞ্চলের নহেন। পরন্তু এইরূপ মনে করিবার কারণ দেখা যায় না। ডাঃ ফ্লিট প্রকাশিত আর্য্যাবর্ত্তের গুপ্ত রাজগণের লেখমালায়ও ব্রাহ্মণগণের অন্ততঃ কুড়িটি নাম 'স্বামী' পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; পরবর্ত্তী গৌড় লেখমালায়ও স্বামী উপাধি দেখা যায়—যথা, মদনপালের শাসনে বটেশ্বর স্বামীকে ভূমিদান করা হইয়াছে। আবার ঐ যুগের দাক্ষিণাত্য ভূপতিগণের তাম্রশাসনাদিতে 'স্বামী' উপাধি যে নিয়তই দেখা যায়, একথাও বলিতে পারিনা। বীরচোড় প্রদত্ত পীঠপুরম্ শাসনের ন্যায় অতি বৃহৎ লিপিতে পঞ্চশতাধিক ব্রাহ্মণের নাম রহিয়াছে প্রায়শঃ ভট্টারবীর—একটিও 'স্বামী' দেখা যায় না। *

ভাস্কর শাসনের ফলকগুলির পাঠ এস্থলে আলোচিত হইল না; তবে, তৎকালে ব্রাহ্মণগণের নাম গুলির কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল—নামের অন্ত্যভাগ বর্ণানুক্রমে দেখান হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় সমস্ত নামের শেষেই স্বামী এই বিশেষণ রহিয়াছে, এ স্থলে তাহার উল্লেখ বাহুল্য বিবেচিত হইল।

কুণ্ড	ঈশ্বর কুণ্ড, নারায়ণ কুণ্ড †
ঘোষ	বিষ্ণু ঘোষ, বেদ ঘোষ
দত্ত	অর্কদত্ত, তুষ্টি দত্ত
দাম	ঋষিদাম, শুভদাম
দাস	পদ্মদাস, শ্রদ্ধদাস
দেব	অর্কদেব, জনার্দ্দন দেব
ধর	মহীধর
নন্দ	ভট্টিনন্দ
নন্দি	গোপালনন্দি
নাগ	তোষনাগ, প্রবর নাগ
পাল	গায়ত্রি পাল
পালিত	প্রজাপতি পালিত, বিষ্ণুপালিত
ভট্ট	ঈশ্বর ভট্ট
ভট্টি	গতিভট্টি, সুমতিভট্টি.
ভূতি	নন্দভূতি, শনৈশ্চরভূতি,
মিত্র	সাধারণ মিত্র, সাধুমিত্র,
বসু	শ্রীবসু, সোমবসু,
শর্ম্মা	শাম্ব শর্ম্মা
সেন	প্রমোদ সেন, মধু সেন,
সোম	বকুল সোম, বিষ্ণুসোম।

* Epigraphia Indica Vol. V No. 10 pp 70-100. দ্রষ্টব্য।

† কুণ্ডান্তক আরো নাম আছে—কিন্তু দুইটির অধিক উদাহৃত হইল না; এইরূপ "ঘোষ" "দত্ত" প্রভৃতি অন্যান্য স্থলেও দুই নামের অধিক উল্লেখ করা গেল না।

ইহাতে সূচিত হইতেছে যে প্রাচীনকালে যাহা ব্রাহ্মণ নামের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা পরবর্ত্তী সময়ে অম্বষ্ঠ ও কায়স্থগণের কুলোপাধিতে পরিণমিত হইয়া ইঁহাদিগের সম্ভ্রম প্রবর্দ্ধিত করিয়াছে।

সভ্যমহোদয়গণ, আমার বক্তব্য কথমপি শেষ করিলাম। আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলাম না। প্রত্নতত্ত্বের ন্যায় শুষ্ক বিষয়ে মাদৃশ অপটুজনের কর্কশ বাগ্ব্যাপার আপনারা যে এতক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিয়াছেন—তজ্জন্য আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি সুধী সজ্জন আপনারা মদীয় বক্তব্যের অশেষ দোষভাগ বর্জ্জন করিয়া ইহাতে যদি কোনও গুণলেশ থাকে তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক "গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ" এই কবিবাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন। ইতি

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

-০:০-

রঙ্গপুরের ইতিহাসের একপৃষ্ঠা।

(চতুর্দ্দশভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা "রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত অংশের অনুসরণে।)

মিঃ ভাস ইহাও লিখিয়াছেন,—

"In 1772 herds of dacoits reinforced by disbanded troops from the native armies and by peasants ruined in the famine of 1770, were plundering and burning villages "in bodies of 50,000."

এখন কথা হইতেছে, দেশীয় সৈন্যদল হইতে বিতাড়িত সৈন্যসমূহ এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে সর্ব্বস্বান্ত কৃষকমণ্ডলী যখন রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে লুণ্ঠন ও গৃহদাহে নিরত ছিল, তখন কি তাঁহারা বুভুক্ষার তাড়নায় নগরে ও নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া বিভীষিকা উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই? সহরে শাসনদণ্ডের ভয়ে সহস্র সহস্র বুভুক্ষিত নরনারী বালক বালিকা সম্ভাবিত অপকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারে, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় তাড়নায় আর্ত্তকণ্ঠের হৃদয়বিদারী "মরি ভুখাহুঁ" ধ্বনি রোধ করিবে কে? নগর ও পল্লীগ্রামে যখন ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠের আর্ত্তনাদে মানুষের মন গলিয়া যায় না, তখনই তাহারা মরিয়া হইয়া উঠে এবং অনাহারে মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়া তাহারা যে কোন অপকার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ হইয়াছিল তাহাই। মিঃ হাণ্টার প্রমুখ ঐতিহাসিক ও গেজেটিয়ার লেখকগণ বিষয়টাকে যতই চাপা দিতে যত্নপর হউন না কেন, তাঁহাদের চাপাচাপির মধ্য দিয়াই সত্যের উজ্জ্বল বিভা যে অনেকাংশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা উক্ত আলোচনা হইতে অনেকাংশে সুস্পষ্ট হইলেও আমাকে এতদ্বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্র বিভিন্ন। ঔপন্যাসিক যেখানে রং ফলাইয়া কোন কিছুকে যোরাল ও উজ্জ্বল করিয়া তোলেন, ঐতিহাসিক সেখানে ধ্যানমগ্ন তাপসের ন্যায় চিত্র বিচিত্রতার অন্তরালে অবস্থিত মূলপদার্থের মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত থাকেন। ইতিহাস ভিত্তি—উপন্যাস ভিত্তির উপরিস্থিত বিরাট সৌধ—ইতিহাস মূল কাণ্ড, উপন্যাস কুসুমদাম সমন্বিত শাখা প্রশাখা। বাস্তব জগতে উভয়েরই প্রয়োজন আছে, কাহাকেও পরিহার করা চলে না।

আমি ঐতিহাসিক, সুতরাং ঐতিহাসিকের সূক্ষ্ম দর্শন লইয়া বিষয়টির সমাধানে নিরত হইলাম। রঙ্গপুরের ইতিহাস প্রণয়ন ব্যাপারে আমার হস্তে যে সমস্ত মালমসলা সংগৃহীত ছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহার অনুসন্ধান করিলাম। যখন কোথায়ও কোনরূপ সূত্র প্রাপ্ত হইলাম না, তখন মনে হইল কয়েকখানি জীর্ণপত্রের কথা। রঙ্গপুর আগমনের প্রাক্কালে কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া রঙ্গপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কোন কোন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই তথ্য সম্বলিত জীর্ণপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে যাহা পাইলাম, তাহার ফলে আমার সমস্ত সংশয় নিরাকৃত হইল এবং আলোচনার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন সূত্র নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলাম। "Annals of Rural Bengal" একখানি উচ্চদরের ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সরকারের দপ্তরখানায় ইহার যথেষ্ট সমাদর আছে। এই গ্রন্থের একস্থানে একখানি পত্র মুদ্রিত হয়। পত্রের লেখক "সুপারভাইজার রঙ্গপুর" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "সুপারভাইজার" পদটীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সবিশেষ পরিজ্ঞাত না থাকিলেও ইহা যে একটী দায়িত্ব পূর্ণ উচ্চপদ, তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না—কারণ কোম্পানীর খাস দপ্তর খানার সহিত পত্র বিনিময় করিবার ক্ষমতা যাহার তাহার ছিল না। পত্রে লেখা হইয়াছে, চল্লিশ হাজার বুভুক্ষিত নরনারী বালক বালিকা প্রতিদিন সহরে আগমন করিতেছে— কোম্পানী ইহাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ দৈনিক ৫৲ টাকার চাউল বিতরণের অনুমতি প্রদান করেন—পরে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দশ টাকা করা হয়। ("Forty thousand distressed people came daily for help. The company granted them at first five rupees worth of rice. The amount was raised to rupees ten afterwards.") "Annal Of Rural Bengal" গ্রন্থের সম্পাদক এই স্থানে যে টিপ্পনী করিয়াছেন, আমি উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। সম্পাদক লিখিয়াছেন; "৪০ হাজার বুভুক্ষু নরনারীর জন্য দশটাকার অন্নের ব্যবস্থা! কি সর্ব্বনাশ!" ("Ten rupees worth of rice among ten thousand distressed people".) আমরা কোম্পানীর প্রতি দোষারোপ করিবার হেতু দেখি না। তৎকালের দশ টাকার চাউল অধুনা একশত টাকার চাউলের অপেক্ষা যে অনেক অধিক, একথা ভুলিলে চলিবে না। তখনকার এক টাকার ধান্য ভুতে সারাদিন সারারাত্রি বহিয়া শেষ করিতে পারিত না, আর এখনকার এক টাকার ধান্যে দুইটী পরিবারের এক সপ্তাহও চলে না।

ইতিহাস ছাড়িয়া অর্থনীতির রাজ্যে চলিয়াছি, সুতরাং মূল প্রস্তাবের অনুসরণে প্রবন্ধের উপসংহার করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিতেছি। আমার ধারণা ন্যূনকল্পে ৪০।৫০ হাজার নরনারী বালক বালিকা ক্ষুধার প্রবল তাড়নায় সহরে সমাগত হইয়াছিল, ক্ষুধার নিবৃত্তি না হওয়ায় তাহারা লুটতরাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এই সমস্ত লুটতরাজ ও তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "দেবী চৌধুরাণী" ও "আনন্দমঠের" সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন।

অসম্পূর্ণ উপাদান লইয়া কার্য্য করা ঐতিহাসিকের পক্ষে কতটা দুঃসাহসের কার্য্য, তাহা এই সামান্য বিষয়ের আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলাম। রঙ্গপুরের ইতিহাস প্রণয়ন প্রসঙ্গে অন্য কিছু বিশেষভাবে মনে না থাকিলেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বিশেষভাবে মনে থাকিবে।

শ্রীকেশব লাল বসু।

প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়।

(১)

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়কেই প্রাচীনতম বলিয়া জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ইহা প্রাচ্যভূখণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাধিষ্ঠান ছিল। অনেকভাবে ইহার নামকরণ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ইহাকে "চুসাশিলো" বলিয়াছেন। মহামতি কানিংহাম ইহাকে চ্যুতশির শব্দের অপভ্রংশ মনে করেন। (Ancient Geography of India by Sir Alexander Cunningham P, 125) হিউয়েন্‌সাঙ্গ ইহার নাম দিয়াছেন "টা-চা--শি--লো"। ইহাকে উক্ত 'চুসাশিলো' শব্দেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। প্রসিদ্ধ গ্রীক লেখক ও ভৌগোলিক প্লিনি (খৃষ্টাব্দ ২৩—৭৯), ষ্ট্র্যাবো (খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০ -- খৃষ্টীয় ১৯ অব্দ), টলেমি (খৃষ্টাব্দ ১৫০), আরিয়ান (খৃষ্টাব্দ ২০০) প্রভৃতি ইহাকে ট্যাক্সিলা (Taxila) বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণ ইহার নাম দিয়াছেন "তক্ষশির"—ইহাই প্রাকৃত সংস্কৃতে তক্ষশীলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাকৃত সংস্কৃতে 'শির'কে 'শিল' বলা হয়। এই নামোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বৌদ্ধ জাতকের এই উপাখ্যানটী মূল বলিয়া মনে হয়:—কোন ও জন্মে বোধিসত্বরূপে বুদ্ধদেব দালিদিনামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলে তথায় কোনও ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের প্রাণরক্ষার্থ আপনার শিরদান করিয়াছিলেন। তক্ষশীলা নগরের প্রাচীর কর্দ্দম বা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই জন্য

তক্ (কর্ত্তিত) শীর্ষ (প্রস্তর) এইরূপে উক্ত নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ ধারণা করিয়া থাকেন। কোনও কোনও মনীষী পৌরাণিক উক্তি দ্বারা ইহার নামকরণ হইয়াছে প্রমাণ করিতে চাহেন। যথা, রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র তক্ষের নাম হইতে এই নগরের নাম হইয়াছে, অথবা নাগরাজ তক্ষকের নামানুসারেই ইহার নাম হইয়া থাকিবে। নাগরাজ তক্ষক পরীক্ষিতকে মারিয়া ফেলিলে জন্মেজয় তক্ষশিলা আক্রমণ করিয়া উহা জয় করেন (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ৩। ৬৮২—৮৩; ৮৩২—৩৪; ৬০—৬৪; ৬৯। ১৯৫৪; ১০০। ১৯৯১)। যে রূপেই তক্ষশীলার নামকরণ হইয়া থাকুক, কর্ত্তিত মস্তক বা তক্ষশির হইতে যে তক্ষশীলা নামের উৎপত্তি হইয়াছে তদ্বিষয়ে অধিকাংশ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীই একমত। বুদ্ধের শিরদান হইতে যে নামের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আধুনিক কয়েকটী স্থানের নাম সাক্ষ্য দিতেছে। প্রাচীন তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষের নিকট "বাবর্-খানা" (ব্যাঘ্রগৃহ) নামে একটী স্থান আছে, সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে এখানে একটি মন্দির স্থাপিত হইয়া থাকিবে, পরে উহা হইতে স্থানেরও নাম "বাবর্-খানা" হইয়াছে। এই স্থানটির মধ্যে "শিরি-কি-পিণ্ড" (মাথার পিণ্ড) নামক একটি স্তূপ আছে—ইহাও বুদ্ধদেবের শিরদানের পরিচয় দেয়। এই স্তূপটি মহারাজ অশোক নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সাহডেরীর দুই মাইল দক্ষিণবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীর নাম "মার গলা" (ছিন্ন মস্তক); ইহাও বুদ্ধদেবের অলৌকিক আত্মোৎসর্গের পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে।* প্রসিদ্ধ মুসলমান পরিব্রাজক আল্ বারুণীর ভ্রমণবৃত্তান্তে এ নামটির উল্লেখ আছে।

ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ। রামায়ণ মহাভারতে ইহার নাম পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব কালে ইহা বর্ত্তমান ছিল, এবং আলেকজেণ্ডারের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাবীর আলেক্জেণ্ডার তক্ষশীলা অধিকার করেন; ক্রমে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর অন্তে ও ২য় শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা মৌর্য্যবংশের হাত হইতে ব্যাক্‌ট্রিয়ারাজ ইউক্রেটাইডিসের অধীনে আইসে। পরে খৃঃ পূঃ ১২৬ অব্দে ইন্দো-শিথিয়বংশের সুস্ বা অবার নামক জাতির এবং ক্রমশঃ কুশনরাজ কনিষ্ক ও গুপ্তরাজগণের অধীন হয়। পরে কখন যে ইহা ধ্বংস হইয়া কালের কুক্ষিগত হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়া যায় তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

বর্ত্তমান রাউলপিণ্ডির উত্তর—পশ্চিম ও পাঞ্জাবের আটক জেলান্তর্গত হাসান—আব্দালের দক্ষিণ পূর্ব্বে ৩৩°১৭´ উঃ অক্ষক্রান্তি ও ৭২°৪৯´১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমা মধ্যে প্রায় ১২ বর্গ মাইলব্যাপী যে ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়, তাহাই প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলা নগর ছিল। তবে ইহার অবস্থিতি সম্বন্ধে চৈনিক ও গ্রীক পণ্ডিতগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। ফাহিয়ান, সোঙয়ুন, হিউয়েনসাঙ্ প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণের মতে সিন্ধুনদ হইতে পূর্ব্বদিকে তিন দিনের পথে অর্থাৎ কালকাসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী

* A. Cunningham's Ancient Geography of India. P. 126-28; 134-35.

সাহডেরীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাচীন তক্ষশীলার প্রকৃত অবস্থিতির স্থান। মনীষী কানিংহাম প্রমুখ সুধীবৃন্দও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। (Cunningham's Ancient Geography of India Page 121) ঐতিহাসিক কানিংহাম এখানে বহু বৃহদাকার প্রস্তর মূর্ত্তি, ৫৫টি স্তূপ, ২৮টি সঙ্ঘারাম ও ৯টি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এইগুলি প্রাচীন তক্ষশীলার গৌরবচিহ্ন বহন করিয়া কালপরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সুদূর অতীতে ইহার নাম জগদ্ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক অ্যারিয়ান, ষ্ট্রাবো, প্লিনি, টলেমি, এ্যাপলোনিয়াস্ প্রভৃতি ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা হইতে জানিতে পারি তক্ষশীলা সমৃদ্ধিশালী, উর্ব্বর, জনবহুল ও সুশাসিত ছিল। শুধু ভারতের নয়' ইহা সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে গৌরবমুকুট হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা অশোকের সিংহাসন আরোহণের সময় তক্ষশীলার আয় বার্ষিক ৩৬ কোটি টাকা ছিল। ইহা মহামতি বুর্ণফের (Burnouf) উক্তি হইতে জানা যায় (Vide Introduction of Histoire du Buddhi Bme Indien P 361).

বৌদ্ধজাতকের উল্লেখ ও আলোচনা প্রসঙ্গে মনীষী বিউলার (Hofrath Buhler) ও শরচ্চন্দ্র দাসের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, খৃঃ পূঃ ৮ম ও ৭ম শতাব্দীতে, সম্ভবতঃ তাহারও পূর্ব্বে, তক্ষশীলা প্রথমে ব্রাহ্মণগণের ও পরে বৌদ্ধগণের বিদ্যামন্দির হয়। সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্র এই মহাবিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারিত। ছাত্রদিগকে মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখানে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ছিল না; এখানে ধনুর্ব্বেদ আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। বিলাসলালিত রাজকুমারগণকে কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ করিবার জন্য এখানে পাঠান হইত। এখানে প্রধান অষ্টাদশ প্রকার বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য বহু বিদ্যালয় ছিল; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ অধ্যক্ষ থাকিতেন। অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে ভাস্কর্য্য, চিত্রশিল্প, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ বিদ্যা ও বহু শিল্পকার্য্যের (handicrafts) কথা জানা যায়। কূটনীতি বিশারদ চাণক্য, অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকার পাণিনি, গোভরণ, মাতঙ্গ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চৈনিকগণ, সম্ভ্রান্ত বংশের রাজা, ব্রাহ্মণ, বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ ও সম্প্রদায় ভুক্ত লোক দলে দলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া সমবেত হইতেন।

প্রাচীন-ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এতদ্ব্যতীত বহু বৌদ্ধ সঙ্ঘারামেও বিদ্যালোচনা চলিত।

গয়া জেলার নওয়াদা মহকুমার মধ্যে রাজগির নামক একটি জায়গা আছে।* তথা হইতে সাত মাইল উত্তরে 'বড়গাঁও'§ নামক গ্রামের ২১ মাইল পশ্চিমে বহুদূর ব্যাপী ভগ্নস্তূপ-রাশিই প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন বহন করিতেছে। ইহা প্রাচীন কালের গৌরব, জ্ঞানের কেন্দ্রভূমি ও বিদ্বজ্জনের মিলনক্ষেত্র ছিল।

কথিত আছে মহামতি অশোক পাটলীপুত্র হইতে ত্রিশ মাইল দূরে কণ্ডনদী তীরে যে বিহার স্থাপন করেন' তথায় আম্রোদ্যানের সরোবরে (বর্ত্তমানে ইহার নাম 'কর্গিদ্যপুকুর') 'নালন্দ' নামে এক নাগ বাস করিত, তাহার নাম হইতেই 'নালন্দা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার প্রকৃত নাম "নরেন্দ্রবিহার"। কাহারও কাহারও মতে ভগবান তথাগত পূর্ব্বজন্মে এখানে আবির্ভূত হইয়া জীবের দুঃখ কষ্টে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়া তাহাদের দুঃখদূরীকরণার্থ সমস্ত জিনিষ বিতরণ করিয়াছিলেন এবং নিঃস্ব হইয়াও দানে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম হয় না-অলম্-দা' অর্থাৎ যথা সর্ব্বস্ব দান করিয়াও যাঁহার তৃপ্তি হয় না এবং তদনুযায়ী তৎস্থানের ও নাম হয় "নালন্দা"। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত নাগার্জ্জুন এই বিশ্ব-

---

* ইহাই প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহ। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহাকে "গিরিব্রজ" বলা হইয়াছে (রামায়ণ আদিকাণ্ড ৩২; ১৯; মহাভারত সভাপর্ব্ব ২৭, ৭৭৮-৮০), "রাজগৃহের"ও নামোল্লেখ দেখা যায় মহাভারত আদি ১১৩, ৪৪৫১-৫২; অশ্বমেধ ৮২; ২৪৩৫-৩০)। তবে বৌদ্ধ যুগেই রাজগৃহ নামের সর্ব্বত্র প্রচলন দেখা যায়। রাজগৃহের নূতন নগর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা শ্রেণীক বা বিম্বিসার নির্ম্মাণ করান বৌদ্ধমতে নগর প্রতিষ্ঠার কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৬০ অব্দ।

§ Vide A. Cunningham's Ancient Geography of India pp 536-37. Dr Block ইহাকে "বটগ্রাম" বলিয়াছেন Journal of the Royal Asiatic Society 1908 Page 440.

বিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র ভাবে কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী মুধন্তকটক * নামক স্থানে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহারাজ অশোকের সময় নালন্দা মঠ ক্ষুদ্রায়তন ছিল, তাঁহার পর সঙ্কর ও মুদ্গল গোমিন নামক ব্রাহ্মণদ্বয়ের চেষ্টায় ইহা বিশাল আকারে পুনর্গঠিত হয়।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং ও আইসিং ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত আছে ক্রমান্বয়ে চারিজন রাজার চেষ্টায় ইহা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে অতুলন হইয়া উঠিয়াছিল ও বহু জ্ঞানী ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অক্লান্ত চেষ্টায় ইহার সৌষ্ঠব সাধিত হইয়াছিল। হুয়েনসাংয়ের বিবরণ হইতে জানা যায় নালন্দার উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিহার চিত্রে ও সূক্ষ্ম ভাস্কর্য্যে পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছিল। ইহার বিপুলায়ত হর্ম্ম্যরাজির অভ্রভেদী শিখর ও চূড়া বহুদূর হইতে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; ইহার অভ্যন্তরস্থ ছায়ায়মান স্নিগ্ধচ্ছায় নিকুঞ্জ ও উদ্যান, প্রশস্ত সরোবরে বিকশিত নীলকমলরাজি ও বিহগকূজিত শ্যামল পত্র বহুল ঘন সন্নিবিষ্ট আম্রতরু সমূহ নালন্দাকে মনোরম নৈসর্গিক শোভা সম্পদে ভূষিত করায় ইহাকে চিত্রলিখিতবৎ প্রতীত হইত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন স্ট্রংসানগাম্পো তিব্বতের রাজা (জন্ম ৬১৭ খৃষ্টাব্দ) অনুমান তখন হইতেই ভারতীয় আচার্য্যগণ তিব্বতে জ্ঞান বিস্তার করিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে নালন্দার কয়েক জন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম শান্তি রক্ষিত (কাহারও কাহারও মতে শান্তরক্ষিত) ইনি বঙ্গদেশীয় জাহর প্রদেশের রাজপুত্র ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ গৌড়রাজ গোপালদেবের সম সাময়িক। ইনি তিব্বত রাজ স্ট্রংসান গম্পোর অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ খিসরং দেৎসাং (৭৪০ - ৭৮৬ খৃষ্টাব্দ) কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। নালন্দা মঠের তান্ত্রিক যোগাচার্য্য গুরু পদ্মসম্ভব § শান্তি রক্ষিতের ভগিনী মন্দারকাকে বিবাহ করেন। ইহাদের চেষ্টায় তিব্বতের [প্রসিদ্ধ সামইয়া মঠ প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। পদ্মসম্ভব প্রথমে নেপালে ও পরে তিব্বতে গমন করেন (৭৪৭ খৃষ্টাব্দ)

কথিত আছে, শান্তিরক্ষিত সামাপদের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি উচ্চ হৃদয়বত্তা ও গুণগ্রামের জন্য তিব্বতবাসিগণের শ্রদ্ধাভক্তি এতদূর আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন যে তাহারা তাঁহাকে ভক্তি সহকারে "আচার্য্য বোধিসত্ব" নামে অভিহিত করিতেন। শান্তিরক্ষিত

* অথবা ধনকটক।— অমরাবতীর পশ্চিমে কৃষ্ণানদীর তীরে। কারুকার্য্য খচিত মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত স্তূপের জন্য প্রসিদ্ধ।

§ প্রাচীন উদয়ন বা বর্ত্তমান দর্দ্দিস্থান ও সিন্ধুনদের পশ্চিম দিগবর্ত্তী স্বৎনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ পদ্মসম্ভবের জন্ম ভূমি।

বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ও সংযম শিক্ষা দিবার জন্য নিয়মাদি প্রণয়ন করেন।

শান্তিরক্ষিতের মত অন্যান্য বহু বৌদ্ধাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ অনুবাদ করিবার জন্য আহূত হন। ১০৮ জন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ রালপাচান সংস্কৃত হইতে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রন্থ সমূহকে অনুবাদ করিবার জন্য বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে আহ্বান করেন। গৌড়ের পাল রাজগণের (খৃষ্টীয় ৭৭৫ — ১১৬১ অব্দ) সময়ই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ইহার অন্যান্য অধ্যাপক গণের মধ্যে মাধ্যমিক মঠের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুন নাগসেন; গুণমতী বোধিসত্ত্ব; প্রভামিত্র; জিনমিত্র; চন্দ্রপাল; স্থিরমতি; জ্ঞানচন্দ্র; শীঘ্রবুদ্ধ; বসুবন্ধু; দিঙ্‌নাগ; গুণপ্রভ; সত্ত্বদাস; বুদ্ধদাস; ধর্ম্মপাল; জয়সেন; চন্দ্রগোমিন্; চন্দ্রকীর্ত্তি যশোমিত্র, ভব্য, বুদ্ধপালিত এবং রবিগুপ্তের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

হুয়েনসাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পর্য্যটনে আসিলে নালন্দাবাসিগণ ফুল সুগন্ধি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া পতাকা উড়াইয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে নগরে লইয়া গিয়াছিল। তথায় ভিক্ষুমণ্ডলী তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার করেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্য মহাস্থবির শীলভদ্রের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। শীলভদ্র বঙ্গদেশীয় সমতট প্রদেশে এক ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজার পুত্র ছিলেন। তাঁহার যৌবন কালের নাম দণ্ডসেন, দণ্ডভদ্র বা দণ্ডদেব।

হুয়েনসাং দশ বৎসর কাল নালন্দায় বাস করেন। নালন্দা বিহার ১৩০০ ফিট দীর্ঘ ও ৪০০ ফিট প্রশস্ত এক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অধ্যাপক ও ছাত্রদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘর ছিল, প্রত্যেক ঘরের বিস্তার ১২ হাত + ৮ হাত এখানে দশ হাজার বিদ্যার্থী ও ১৫১০ জন অধ্যাপক বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে ১০ জন প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক ৫০ প্রকার বিভিন্ন শাস্ত্রে, ৫০০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ৩০, এবং ১০০০ জন তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ২০টি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বৃদ্ধ আচার্য্য শীলভদ্র সকল বিষয়েই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সমগ্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে অনন্য সাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে কাহাকেও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ করা হইতনা।

হুয়েনসাং "শব্দ বিদ্যা সম্যক্ শাস্ত্র" প্রণেতা মহামতি ধর্ম্মপালের নিকট প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে প্রতিভাবলে ক্রমে বিরুদ্ধ মতাবলম্বিগণকে পরাজিত করিয়া নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

হুয়েনসাংয়ের আগমন কালে নালন্দার খ্যাতি সমগ্র এসিয়া মহাদেশ ব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যার্থিগণ শুধু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নয় — অন্যান্য বহুদূরবর্ত্তী দেশ

হইতে বিদ্যার্জ্জনের জন্য আসিয়া সমবেত হইতেন — এমন কি জাম্বুদ্বীপ বাহির দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিবার কথাও জানা যায়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ছয়টি মহাবিদ্যালয় বা ক্লাসেক্ষ ছিল। এখানে প্রায় ১৮ প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোক একতাবদ্ধ হইয়া একত্র থাকিতেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্র ব্যতীত হেতুবিদ্যা (Logic) শব্দবিদ্যা (Grammar) চিকিৎসা বিজ্ঞান (medicine) শিল্পস্থান বিদ্যা (Practical arts) এবং গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি ও শিক্ষা দেওয়া হইত। চারুকলা বিদ্যা ও হস্তশিল্প শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভাস্কর্য্য, প্রতিমা চিত্রণ ও মন্দিরাদির আলঙ্কারিক চিত্রকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। "রত্নোদধি" নামক গ্রন্থাগারে বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক সংগৃহীত ছিল, উহাতে নয়টি তল ছিল। কথিত আছে, অষ্টম শতাব্দীতে ইহা নাকি আগুনে পুড়িয়া যায়। হুয়েনসাং ও ইৎসিং উভয়ের বর্ণনা হইতেই জানা যায় যে নালন্দাতে রাজকীয় মানমন্দির এবং সময় নিরূপণার্থ জলঘড়ি ও সূর্য্যঘড়ি ("বেলাচক্র") ছিল। দিবারাত্র ৮ ভাগে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক ভাগে দামামাধ্বনি করিয়া সময় ঘোষণা করা হইত। হুয়েনসাং নালন্দায় অবস্থান কালীন যোগশাস্ত্র তিনবার, ন্যায়ানুসার শাস্ত্র একবার, অভিধর্ম্মশাস্ত্র একবার, হেতুবিদ্যাশাস্ত্র দুইবার, শব্দবিদ্যাশাস্ত্র দুইবার—এতদ্ব্যতীত কাশ্মীর হইতে আনীত বহু পুস্তকাদিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মঠে অবস্থান কালে তিনি দেখিতেন, দিবারাত্র শাস্ত্রালোচনা চলিতেছে ও প্রত্যেকে প্রত্যেককে গূঢ়ার্থ বিশদভাবে বুঝিতে সাহায্য করিতেছে। ত্রিপিটকের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিলে এবং জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে না পারিলে বিদ্যার্থিগণের পক্ষে বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত। এই জন্য অনেকে ভয়ে দূরে থাকিতেন। বহু দূরদেশ হইতে যে সমস্ত বিদ্যার্থী আপনাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্রের জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন লোকের দশ জনের মধ্যে দুই তিন জনকে মাত্র লওয়া হইত—প্রতিযোগিতায় অনেকেই সাফল্যলাভ করিতে পারিতেন না।

একশত গ্রামের রাজস্ব দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নৃপতিবৃন্দ স্বেচ্ছায় ইহার যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিতেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্র ও অধ্যাপকগণের জন্য নানারূপ দান নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রত্যহ ১২০ টি জাম্বীর, ২০টি জায়ফল, ২০টি খেজুর, ২॥তোলা কর্পূর, ১ পোয়া মহাশালী ধান্যের চাউল ও কিছু মাখন দেওয়া হইত ও মাসে ব্যবহার্য্য তৈলেরও বরাদ্দ ছিল। ভিক্ষুগণকে ভিক্ষার্থে বাহির হইতে হইত না, সুতরাং ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিরুদ্বেগে তাহাদের সময় জ্ঞান চর্চ্চায় নিয়োগ করিতে পারিতেন। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যাহাতে শৃঙ্খলা থাকে এবং ক্রমশঃ নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত।

অধ্যাপকগণ নানা স্থানে যাইয়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতেন। ভিক্ষুগণ সন্ধ্যাকালে গৃহ হইতে গৃহান্তরে সুললিত স্বরে গান গাহিয়া বেড়াইয়া ধর্ম্মভাব বিস্তার করিতেন। প্রথমে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণের নিয়ম ছিলনা, পরে হয়। যে প্রতিষ্ঠা পত্র (Certificate) দেওয়া হইত তাহার উপর "শ্রীনালন্দা মহাবিহারী আর্য্য ভিক্ষু সংঘস্য" এই মোহর (Seal) অঙ্কিত থাকিত, এই মোহরে একটী ধর্ম্মচক্র ও তাহার উভয় পার্শ্বে, দুইটি হরিণের আকৃতি অঙ্কিত রহিত। [ক্রমশঃ]

শ্রীশ্যামাপদ বাগচী।

স্মৃতি-পূজা

"শেরপুরের ইতিহাস" লেখক স্বর্গত সাহিত্যিক হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় 'ঝগড়া'র মধ্য দিয়া। কথাটা আজগুবী বটে, কিন্তু খাটী সত্য। "ঐতিহাসিক চিত্রে" ১৩১৫ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'মাতুল রাজ রামকৃষ্ণ' শীর্ষক আমার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুদিন পরে হরগোপাল বাবু উক্ত পত্রিকার জন্য একটী প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া আমার এই প্রবন্ধের বিষয়ে বলেন—"১৩১৫ সালের ভাদ্রমাসের ঐতিহাসিক চিত্রে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সেন মহাশয় 'মাতুল রাজ রামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে ভুল আছে। ভুল মানুষ মাত্রেরই থাকিতে পারে—আমারও হয়ত ভুল হইয়া ছিল, কিন্তু কি ভুল, কি বৃত্তান্ত তাহার কোন উল্লেখ না করিয়া, শুধু যদৃচ্ছাক্রমে "তাহাতে ভুল আছে" এ কথা বলায় আমি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলাম, এবং বলিতে কি একটু ক্রুদ্ধও হইয়াছিলাম যদিও হরগোপাল বাবু তখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, আর আমি মাসিক সাহিত্য ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ মাত্র, কিন্তু তবুও আমি এই অভিনব ধরণের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলিয়া সম্পাদক নিখিল বাবুর নিকট এক পত্র লিখিলাম। উত্তরে নিখিল বাবু লিখিলেন—আপনার পত্র হরগোপাল বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলাম এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা আপনাকেই লিখিতে লিখিলাম। অতঃপর আপনারা প্রত্যক্ষভাবে উভয়েই মসী যুদ্ধে লাগিয়া যান — পরে আমি বিজয়ী বীরের যথাযোগ্য অভিনন্দন করিব।'

যথাসময়ে হরগোপাল বাবু তাঁহার বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন, উত্তরে আমিও আমার যুক্তি প্রমাণ লিখিয়া দিলাম। আবার তিনি লিখিলেন—আমিও আমার কথা

লিখিলাম। কাহারও প্রমাণ দুর্ব্বল নহে। কেহ কাহাকেও হটাইতে না পারিয়া অবশেষে 'এও হয়, তাও হয়' এই মন্ত্রে উভয়ে আপোষ করিয়া ফেলিলাম। নিখিল বাবুর নিকট লিখিলাম—আমরা উভয়ে কেহই হারি নাই, কেহই জিতি নাই, সুতরাং আপনি এখন কি বলিবেন তাহা আপনিই স্থির করুন।' তিনি লিখিলেন— আপনারা উভয়েই প্রধান, উভয়েই স্বাধীন, সুতরাং আমি উভয়কেই তুল্য ভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

এই সময় হরগোপাল বাবুর সহিত আমার পত্র ব্যবহার আরম্ভ হয়, কিন্তু চিঠিতে কি তৃপ্তি হয় বিনা দর্শনে? তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ জন্মিল, কিন্তু তাহার সুবিধা কই? তিনি থাকেন উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর মাহিগঞ্জ আর আমার বাসস্থান পূর্ব্ব বাঙ্গালার সীমান্তস্থিত খুলনা জেলার সেনহাটী পল্লী। যাহা হউক, যে বিষয়ে আন্তরিক আগ্রহ থাকে, ভগবান তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দেন। একবার আমি কলিকাতায় গিয়া কিছুদিন ছিলাম—সেই সময় একদিন সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি পরিষৎ মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছি। সভার কার্য্যান্তে সকলেই বাহিরে আসিতেছি, এমন সময় পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় আমারই অগ্রগামী এক ভদ্রলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হরগোপাল বাবু কাল একবার দেখা হইবে কি?" আমি আগ্রহান্বিত হইয়া রামকমল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইনিই কি বাবু হরগোপাল দাস কুণ্ডু?" "হাঁ।" হরগোপাল বাবু আমার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন—আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম—'আমার নাম শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।' হরগোপাল বাবু আমাকে প্রতি নমস্কার করিলেন না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি বলিলেন—আমি এখানে সপরিবারে আছি, আজ আমার ওখানে যাইতেই হইবে। আমি সন্ধ্যা আসিতেছে বলিয়া আপত্তি জানাইলাম—অন্য একদিন যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না, হাসিয়া—আজ 'দস্যু হস্তে পতিত'—বলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিলেন। আমি দেখিলাম সত্যই 'দস্যু হস্তে পতিত' সুতরাং আর আপত্তি করিলাম না পথে যাইতে যাইতে কত কথা হইল। বাড়ীতে গিয়া তিনি বহুকালীন পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় নানা রূপ সুখ দুঃখের কথা বলিলেন, তাহার মধ্যে পারিবারিক কথাও ছিল। রাত্রি বেশী হইতেছে [illegible] চাহিলাম। হরগোপাল বাবু আমাকে নানাবিধ মিষ্টান্নে তুষ্ট [illegible] আমার বাদুড়বাগান মেসে পৌঁছিয়া দিয়া আসিলেন—তখন রাত্রি [illegible]টা।

ইহার পরে মাত্র দুই দিন আমি কলিকাতায় ছিলাম। দুদিনেই একদিন বিকাল বেলায় আমি তাঁহার ওখানে গিয়াছিলাম। একদিন তিনি আমার মেসে আসিয়াছিলেন। এ দুদিনই সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরীতে গিয়া পুস্তক ঘাটিতাম। পথে যাইতে আসিতে প্রথম দিন সাধারণ ভাবে ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কথা বার্ত্তা হয়।

দ্বিতীয় দিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেই হরগোপাল বাবু

বলিলেন—'দেখুন, আমি এখানে আসিবার পর হইতে প্রায়ই সাহিত্য পরিষদে যাইয়া থাকি। বিশেষ ভাবে কর্ম্মাধ্যক্ষদের কার্য্য দেখিয়াই আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এখানে দল বিশেষের একচেটীয়া প্রভুত্ব। এই দলের ব্যক্তিবের কেহই—তা তিনি যত বড় সাহিত্যিকই হউন না কেন—এই দলের মত বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। কথায় বা খাতা পত্রে বাহিরে যতটা কাজের আড়ম্বর দেখান হয়, প্রকৃত পক্ষে কাজ তার সিকিও হয় না। মফঃস্বলের সদস্যগণের ত এখানে কোন কথা, কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য হয় না, অথচ অধিকাংশ টাকা তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় হয়। প্রতি জেলার সদস্য সংখ্যা ও নিতান্ত কম নহে।

এই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি কয়েক দিন ধরিয়া ভাবিতেছি যে কলিকাতা পরিষদের ন্যায় বড় গাছে নৌকা না বাঁধিয়া মফঃস্বলের সদস্যগণ যাহার যাহার ঘরে জিলার সদরে বা অন্যকোন সুবিধা জনক স্থানে পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলে বিশেষ একান্ত মনে কাজ করিতে থাকেন, তবে ইহার চেয়ে ঢের সহজে ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ হইবে। কলিকাতায় পরিষৎ থাকিতে হয় থাকুন, তাহাতে রাজধানীর অধিবাসীবর্গ কাজ করুন, জেলার পরিষৎ গুলি ইহার শাখা শ্রেণী ভুক্ত হউন, তাহাতেও বড় আপত্তি নাই, কিন্তু আমার মনে এই হয় যে, মফঃস্বলের সদস্যগণ যদি টাকা সরবরাহ করিয়া কলিকাতার দলকে সেই ধনের উপর পোদ্দারী করিতে না দিয়া সেই টাকা নিজ নিজ জেলার পরিষদে দেন, তাহা হইলে কাজ ভাল হইবে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের কথা উল্লেখ করিলেন। আমি বলিলাম সকল জেলা রঙ্গপুর নহে এবং সেখানকার সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবুর ন্যায় অক্লান্ত কর্ম্মীও সংসারে সুলভ নহে। তিনি উত্তর দিলেন—'তা, না হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে সকল জেলাবাসীই আশাতিরিক্ত কার্য্য করিতে পারেন, একথা আমি দৃঢ় কণ্ঠেই বলিতে পারি।

দু'দিন পরেই আমি বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। আসিবার দিন তিনি শিয়ালদহে আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। বিদায়ের সময় অশ্রুসজল চোখে, ধরা ধরা গলায় বলিলেন—"তবে আসি ভাই; মনে থাকে যেন। নিয়মিত চিঠি লিখিলে সুখী হইব।" আমি চিঠি লিখিতে প্রতিশ্রুত হইলাম, তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম, মানুষ কত উদার, কত মহান্ হইলে মাত্র দু'দিনের পরিচিত ব্যক্তিকে এমন করিয়া আপন করিতে পারে !!!

কিছুদিন নিয়মিত চিঠি লেখা চলিয়াছিল, পরে তাহা বিরল হইয়া আইসে। শেষে সংসার চক্রের আবর্ত্তনে কে কোথায় গিয়া পড়িলাম—চিঠি লেখাও বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকায় তাঁহার সুলিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ দেখিতাম, তখন বিশেষ আগ্রহ সহকারেই তাহা পাঠ করিতাম। এই ভাবে প্রায় ১০ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩৩০ সালে নৈহাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হইবে—নিমন্ত্রণ পত্র

পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। 'যশোহর খুলনার ইতিহাস'কার প্রবীণ সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র কবিরঞ্জন বি, এ, এম্, আর, এ, এস্ মহাশয়ও সেখানে গিয়াছিলেন। আমাদের বাসস্থান নৈহাটী হাই স্কুল বিল্ডিংএর দ্বিতলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অধিবেশনের প্রথম দিন আমরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আমাদের পাশের ঘর হইতে একটী ভদ্রলোকও গঙ্গাস্নান করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের ঘরের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ আমার দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল। মাত্র দু'দিনের পরিচয়, পরে ১০ বৎসর দেখা সাক্ষাৎ নাই। এই দীর্ঘকালে চেহারারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাজেই প্রথমটা আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না, তবে কতকটা অনুমান করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলাম—'হরগোপাল বাবু নাকি?' তিনি অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, ফিরিয়া আমার দিকে তাকাইয়া--' হ্যাঁ—অশ্বিনী বাবু!' এই বলিয়া আমার কাছে আসিয়া আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। আমি অধ্যাপক সতীশবাবু ও হরগোপাল বাবুর মধ্যে পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিলাম; পরে তিন জনই একসঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে চলিলাম—যাইতে আসিতে পথে অনেক কথা হইল।

তখন বেলা ১০ টা হইবে, কিন্তু সম্মিলনের কর্তৃপক্ষগণ তখন পর্য্যন্ত কোন রূপ 'জল খাবার' আদির ব্যবস্থা না করায় অধ্যাপক মিত্র আমার জন্য কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন (শুধু এবার বলিয়া নহে——প্রায়ই সম্মিলনে আমি তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছি, আর প্রত্যেক বারেই তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুলভ স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা আমার সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধার আয়োজন করিয়া দিয়াছেন।) তাই বাজারে গিয়া তিনি আম ও 'কাল জাম' কিনিয়া আনিয়া আমাকে দিলেন। আমি বলিলাম—'জাম আনিলেন কিন্তু 'নুন' কই?' তিনি বলিলেন— 'তাইত?' হরগোপাল বাবু তাঁহার ঘর হইতে বলিলেন,— 'নুনের অভাব হইবেনা।' এই বলিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার ঘরে আহ্বান করিলেন। আমরা ঘরে ঢুকিতেই তিনি বাক্স খুলিলেন। আমরা দেখিলাম, তাঁহার বাক্সে শুধু নুন নহে—মরিচ, তেঁতুল, আমসত্ব, চিড়ে, চিনি, তৈল, সুপারি ও নানাবিধ মসলা পাত্রে পাত্রে সজ্জিত। অধ্যাপক মিত্র সেই সব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'হরগোপাল বাবু, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিতে পারি, আপনার মা জীবিতা।' হর গোপাল বাবু বিস্মিত নেত্রে সতীশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—'কি করিয়া বুঝিলেন?' 'দেখুন, সংসারে স্ত্রী বলুন, কন্যা বলুন, ভগিনী বলুন বা অন্য নিকট আত্মীয় বলুন মা'র ন্যায় এমন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 'উনকুটী' গুছাইয়া আর কেহই দিতে পারেন না।' হর গোপাল বাবু উদ্দেশে করজোরে মাতৃপদে প্রণাম করিয়া সজল চোখে বলিলেন—'ঠিক কথা, আমি বাড়ী হইতে আসিবার সময় দেখি 'মা' এই সমস্ত আবশ্যক অনাবশ্যক জিনিষ গুছাইয়া লইয়া বসিয়া আছেন'। দেখিয়া 'এ সমস্ত জিনিষ ত সব যায়গায়ই পাওয়া যায়, আর যেখানে যাইতেছি আমাদের জন্য সেখানে সব ব্যবস্থা আছে—অনর্থক কেন এ গুলি টানিয়া লইয়া যাইব?--'বলিতেই মা বলিলেন 'একেবারে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া কোথায়ও যাওয়া ভাল না, কোন সময় কোন

সামান্য জিনিষের দরকার হইবে, বিদেশে বিভূঁইয়ে, কোথায় তাহার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইবি, আর আমি ভাবিয়া মরিব। তুই এই গুলি লইয়া যা।' মার আগ্রহ দেখিয়া আমি আর 'না' করিতে পারিলাম না। এখন দেখিতেছি, ইহার মধ্যে অনেক জিনিষেরই দরকার পড়িতেছে।

কথা বলিতে বলিতে হরগোপাল বাবু তাঁহার প্রণীত দুখানা 'পৌণ্ড্র বর্দ্ধন ও করতোয়া' নামক পুস্তক আনিয়া একখানা অধ্যাপক সতীশ বাবুকে ও অন্যখানা আমাকে উপহার দিলেন। আমার পুস্তকে লিখিলেন—

"শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার সেন মহাশয়কে সাদরে উপহার প্রদত্ত হইল।
শ্রী হরগোপাল দাস কুণ্ডু।"

এই পুস্তকের কোন কোন প্রস্তাব প্রবন্ধাকারে মাসিক পত্রিকায় পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাই সম্পূর্ণ পুস্তক না পড়িয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে ইহা ভালই হইয়াছে, কিন্তু যে কাগজে ইহা ছাপা হইয়াছিল, তাহা ভাল না হওয়ায় আমি বলিলাম—'এমন ভাল বই খান, এমন 'থেলো' কাগজে ছাপিলেন?' উত্তর পাইলাম—'না ছাপিয়া কি করি বলুন? দেশে সমালোচক আছেন, গল্প উপন্যাস পড়িবার লোক আছেন, কিন্তু পয়সা দিয়া ইতিহাস কিনিয়া পড়িবেন, এমন লোক আছেন অতি কম। ঘরে বসিয়া কল্পনা চলে, বিনা খরচায় গল্প উপন্যাস লেখা চলে, কিন্তু ইতিহাসের কিছু লিখিতে হইলে খরচ করিয়া তদনুসঙ্গিক বই কিনিতে হয় তত্ত্ব উদ্ধার করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিতে হয়, তাহাতেও খরচ আছে; তাহার পর বই ছাপিবার খরচ। 'প্রথম খরচ করিয়া বই ভাল কাগজে ছাপিয়া বাহির করিয়াছিলাম। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় তাহার অনুকূল সমালোচনা হইল—বন্ধু বান্ধবগণ মুরুব্বিচালে পিঠ চাপড়াইয়া—Sincere congratulation করিলেন, বাস্—এই পর্য্যন্ত। বন্ধুবর্গ ও পত্রিকা সম্পাদকগণকে যে কয়েক খানি উপহার দিয়াছিলাম, সে কয়েক খানি ব্যতীত আর সমস্ত বই-ই বাক্স বন্দী অবস্থায় কীট কবলিত হইতেছে মাত্র। কিন্তু কি একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারি না। লিখিলে আবার তাহা ছাপিবারও ইচ্ছা হয়, কিন্তু জানি ইহা কেহই পয়সা দিয়া কিনিয়া পড়িবে না, তাই এখন যতটা সস্তায় পারা যায় সেই ব্যবস্থাই করি--কাগজ ভাল হইল কি মন্দ হইল, সে দিকে লক্ষ্য করি না। আপনি এখনও কেবল মাসিক পত্রিকায় লিখিতেছেন, কাজেই কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, বই বাহির করুন-আমাদের দলে আসুন—অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। সতীশ বাবু নামজাদা ঐতিহাসিক, প্রাদেশিক ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ, গ্রন্থের মলাট, ছাপা, কাগজ সবই সুন্দর, কিন্তু আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহার, এমন বই কতগুলি বিক্রীত হইয়াছে? এই বলিয়া হরগোপাল বাবু জিজ্ঞাসু নেত্রে সতীশ বাবুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সতীশ বাবু ধীর, স্থির, গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—"অবস্থা সকলেরই সমান'।

দুদিন সম্মিলনের অধিবেশন হয়। এ দু'দিন যতটা সম্ভব এক সঙ্গেই থাকিতাম। সম্মিলনের

কার্য্য শেষ হইলে তিনি রাত্রের গাড়ীতে চলিয়া গেলেন——আমরা নৈহাটী ছাড়িলাম, তাহার পর দিন। ইহার পর তাঁহার সহিত আর দেখা বা পত্র ব্যবহার হয় নাই। কিছু দিন পরে সংবাদ পত্রে দেখিলাম, তিনি তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। যাও বন্ধু—

দু'দিন আগে-দু'দিন পিছে
তবে কেন কান্না মিছে ?—
আবার দেখা হইবে কি ?—কে জানে !!!

শ্রীঅশ্বিনী কুমার সেন।

ভারতীয় স্ত্রী শিক্ষা।*

প্রকৃত শিক্ষা মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটন করে এবং শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে। শিক্ষার শেষ ফল আত্মবিকাশ; আত্মবিকাশই মানবের চরম লাভ। গ্রন্থ পাঠে প্রায় পণ্ডিপাদ্য বিষয়ে বিদ্যালাভ প্রকৃত শিক্ষা হইতে বহু দূরে। প্রকৃত শিক্ষার প্রভাবে মানুষ স্বাস্থ্য, সচ্চরিত্র নীতিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে যে শিক্ষা স্বাস্থ্যহীন, চরিত্র হীন, নীতি হীন, ধর্ম্ম বিশ্বাস বিহীন পণ্ডিত প্রস্তুত করে সে শিক্ষার সাহায্যে মানবত্ব ফোটেনা। সে শিক্ষা কুশিক্ষা, বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজে স্ত্রী শিক্ষা কি ভাবে হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে একটী সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। নানা মুনির নানা মত, কেহ বা নিম্ন শিক্ষার পক্ষপাতী, কেহবা স্কুল কলেজের উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচারিত হইতেছে. পর্য্যালোচনা দ্বারা এবিষয়ের একটী সুমীমাংসা হওয়া অত্যাবশ্যক। অদ্যকার মহাসম্মিলন ক্ষেত্রে মনীষিগণের পর্য্যালোচনার জন্য এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আশাকরি সুধীগণ বিবেচনা করিয়া এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

আর্য্য সমাজে রমণীর স্থান অতি উচ্চে, তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে আছে, "অযজ্ঞো বৈ এষ যোহি পত্নীকঃ" পত্নীহীন মানবের যজ্ঞাদিকার নাই। বেদ বলিয়াছেন, "অর্দ্ধোহ বা এষ আত্মনো যৎ পত্নীতি"। পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গ, পতি যদি শিক্ষিত হন, আর পত্নী অশিক্ষিতা থাকেন, তাহা হইলে পতিকে সুশিক্ষিত বলা চলেনা, কারণ তাহার অর্দ্ধাঙ্গ অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রাঙ্গনে সূর্য্য রশ্মির উন্মত্ত ক্রীড়া, আর গৃহমধ্যে নিবিড় তমঃপুঞ্জের রাজত্ব, এরূপ স্থানে কি স্বাস্থ্য সুখের প্রত্যাশা করা যায় ? অভিজ্ঞতার জীবন্ত মূর্ত্তি বিশ্রুত কীর্ত্তি ঋষিগণ অনেক চিন্তা করিয়াই স্ত্রী শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলে। মাতৃক্রোড়ে শিক্ষার সূচনা হয়, শিশুর শরীরে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে শিক্ষা বীজ প্রবেশ করে। মাতা অশিক্ষিতা হইলে সন্তানের শিক্ষার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। আর যে কন্যা, সে কালে পত্নী বা জননী হইবে। বাল্যে শিক্ষা না দিলে শেষে তাহার অশেষ অনিষ্ট হইতে পারে এই জন্য তন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :——

* রঙ্গপুর উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের একাদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে পঠিত।

ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা"॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

পিতা কন্যাকে সযত্নে পালন করিবেন, যথারীতি শিক্ষা দিবেন, পরে যোগ্য বরে সমর্পণ করিবেন। বালিকাগণের বিদ্যালয়ে গমন ও সাধারণ শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন, হিন্দু সভ্যতার অনুমোদিত নয়। পিতা মাতা প্রভৃতির অধীনে চরিত্র রক্ষা পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষাই উৎকৃষ্ট প্রথা। বিদ্যালয়ে শিক্ষায় প্রগল্‌ভতা বৃদ্ধি পায় ও কলঙ্ক স্পর্শের শঙ্কা থাকে। উচ্চ শিক্ষায় রমণীর মাতৃভাব সঙ্কুচিত হয়। প্রধানতঃ গর্ভধারণ ও প্রসবেরফলে নারী দেহের স্নায়ুমণ্ডলী অবসাদগ্রস্ত হয়, ইহার পর মস্তিষ্কের শ্রম বেশী হইলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যবৃদ্ধি পায় ও দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য নারী কুলে উচ্চ শিক্ষা ও যৌবনের প্রতি অস্বাভাবিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইহা গর্ভধারণে বাধা দিতেছে, সন্তান পালনে অনিচ্ছা জন্মাইতেছে এবং স্তনে দুগ্ধাল্পতা ঘটাইতেছে। সন্তান মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হওয়ায় মাতা পুত্রের সহজ স্নেহ ভক্তিতে বাধা পড়িতেছে। প্রাথমিক শিক্ষাই জীবনের মেরুদণ্ড কিন্তু এই অল্প বয়সে বালিকাগণের প্রতি শিক্ষার গুরুভার অর্পণ করা উচিত নহে। তাহাদিগকে মোটামুটি সহজ ও সরল ভাবে দেশীয় গল্প কথা, ধর্ম্ম কথা, স্বাস্থ্য জ্ঞান, পথ্য রন্ধন প্রণালী শিক্ষা, সূতা কাটা, সূচিকর্ম্ম ইত্যাদি শিক্ষা দিলে পর্য্যাপ্ত হইবে। পরন্তু ভগবদ্ভক্তি লাভের ও পিতামাতা গুরুজনে শ্রদ্ধাশীলা হইবার উপদেশ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যে একদিন সভ্যতার উচ্চসৌধে সমাসীন ভারতবর্ষ ধর্ম্মে, সাহিত্যে, দর্শনে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে শিল্পে বাণিজ্যে সম্পদে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, ভারতীয় ঋষিগণের কীর্ত্তি কলাপ ও নারীগণের সতীত্ব প্রতিভা যে দিন ভারতকে দিকেদিকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছিল, যাহা অনন্তের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, জানি না সেই ভাগ্যের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে কি! সেই প্রাচীন আদর্শে ভিত্তি স্থাপন করিয়াই মাতৃজাতির শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র অবহেলার সামগ্রী নহে, উহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদিগের সমাজ ও সভ্যতা যে আদর্শে উপনীত হইয়াছিল, জগতের অন্য কোনও জাতি আজ ততদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই।

শাস্ত্রে আছে:—

ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে সুতঃ।
ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে গেহং ধর্ম্মার্থে ক্রিয়তে ধনং॥ (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ)

ধর্ম্মের জন্যই ভার্য্যা, ধর্ম্মের জনাই পুত্র, ধর্ম্মের জন্যই গৃহ এবং ধর্ম্মের জন্যই ধন। দেশীয় ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেশীয় গল্প উপাখ্যান রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় সর্ব্বজন বিদিত ভাষায় হওয়া উচিত, তাহাতে রসাত্মক ভাবের উদ্ভব হইবে। আমাদের মনে হয় সীতা, সাবিত্রী, গার্গী, মৈত্রী দময়ন্তী, পদ্মিনী, লীলা, খনা, রাম, ভীম, বিদুর, যুধিষ্ঠির, চৈতন্য, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, প্রভৃতির পুণ্য

চরিত্র কথা সহজ ও সরল ভাষায় বিরচিত করিয়া ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। উহাতে একদিকে যেমন বালক বালিকাদের আন্তরিক স্ফূর্ত্তি জন্মিবে, অন্যদিকে তেমনি তাহাদিগের কোমল হৃদয়ে দেশত্ববোধ, স্বাজাত্য প্রীতি ও ধর্ম্মানুশীলতার বীজ উপ্ত হইবে। আমরা প্রতীচ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা অনুসরণ করিয়া অনেক স্থলে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি, বাস্তবিক এই উচ্ছৃঙ্খলতাই আমাদিগের অধঃপতনের মূল বটে। যে শিক্ষা ও যে সাহিত্য আমাদিগের বাহ্য জীবন গঠন করে, তাহা জাতীয় আদর্শ বর্জ্জিত হইলে কখনই শিক্ষার সার্থকতা সম্ভবে না। প্রতীচ্যের ক্রত ধাবনশীল চমক প্রদ ও বিলাস পূর্ণ জীব দেশের ধাতুর সহনীয় নহে, একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। মাতৃ ভাষা ও জাতীয় ভাবই মানুষকে প্রকৃত রূপে গড়িয়া তুলিতে পারে। যে ভাষায় ও যে শিক্ষায় গৃহের ও সমাজের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কথা বার্ত্তা কহিয়া সুখ দুঃখের হাসি কান্নার কাহিনী ব্যক্ত করিয়া মনের সন্তাপ দূর করিতে পারা যায়, সেই মাতৃভাষাই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করা উচিত। সম্প্রতি "ময়মনসিংহ গীতিকা" নামে যে পুস্তক কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ যুগেও সাধারণ পরিবারের স্ত্রীলোকগণ কিরূপ শিক্ষিতা ছিলেন এবং কিরূপ ললিত পদাবলী সংযোগে কিরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন। আর যদি ও কেহ উচ্চ শিক্ষায় স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করে, তবে উচ্চ শিক্ষা সংস্কৃত ভাষায় হওয়া সঙ্গত সম্পূর্ণ জাতীয় ভাবে শিক্ষা না হইলে স্ত্রীলোকের অধঃপতন অনিবার্য্য। হিন্দুর চক্ষে সতীত্ব নারীত্ব দুইটা পৃথক বস্তু নহে; সতীত্ব ধর্ম্মের সম্যক অভ্যুদয়েই নারীত্বের বিকাশ, এবং সেই খানেই নারীত্বের সাফল্য। মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনের সহিত পারমার্থিক যে সংযোগ সাধন, তাহাই জীবনের বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্ম। হিন্দুনারীগণ সতীত্বের সাহায্যে জীবনের সেই পরিপূর্ণতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই স্ত্রী শিক্ষার আদর্শ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় স্ত্রী শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাঁহার প্রণীত "শিক্ষা" নামক পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"প্রচলিত প্রাথমিক স্ত্রী শিক্ষা প্রণালীও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। অধুনা স্থানে স্থানে "বালিকা বিদ্যালয়" নামে কতগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে ও হইতেছে। উহার শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত। বালিকাগণ সাধারণতঃ এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। এ প্রণালী বিশুদ্ধ নহে। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা এবং তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সচ্চরিত্রা মহিলাদিগের প্রতি অর্পিত হওয়া উচিত। যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্খী, অবিলম্বে স্ত্রী শিক্ষার সুব্যবস্থা বিধান করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পুরুষ দ্বারা স্ত্রী শিক্ষা সম্পন্ন হওয়া প্রার্থনীয় নহে।

প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে তাঁহার লিখিত অমূল্য উপদেশাবলীর সম্যক উদ্ধৃত করা গেল না।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের

দ্বাদশ সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ

(স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব্দ, ১১ বৈশাখ।)

১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে এই সভা ত্রয়োদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

সদস্য	আজীবন	বিশিষ্ট	অধ্যাপক	সহায়ক	ছাত্র	সাধারণ
১৩২৩	২	৬	৮	১০	৬০	৩৫০

সদস্যের মৃত্যু——আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্য রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, ডিমলা রাজষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লোকনাথ দত্ত এবং নবসুন্দর সরকার মহাশয়গণ পরলোক গমন করিয়াছেন।

অধ্যাপক সদস্য ——শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় প্রবন্ধ রচনা দ্বারা এবং শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সভার সহকারী সম্পাদকরূপে নানাবিধ কার্য্য সম্পাদনে পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন।

চিত্রশালা গৃহের আয়তন বৃদ্ধি——সভার চিত্রশালা পূর্ব্বে কার্য্যালয় মধ্যে থাকায় স্থানাভাব নিবন্ধন সংগৃহীত মূর্ত্তি প্রভৃতির সুসন্নিবেশ সম্ভবপর হয় নাই। কয়েকজন বদান্য ব্যক্তির সাহায্যে বিগতবর্ষে ঐ গৃহ নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। ঐ গৃহটীর সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় বিগত উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন কালে উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। এই গৃহনির্ম্মাণে রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ মহাশয় ইষ্টক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়, বীম বরগা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

১১শ সাম্বৎসরিক অধিবেশন——২৮ শ্রাবণ, রবিবার (১৩২৩) অপরাহ্ণ ৪॥০ টার সময় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের একাদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রঙ্গপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ গুপ্ত এম্ এ, আই, সি, এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাসংশ্লিষ্ট ছাত্র সভার বার্ষিক অধিবেশনও ঐ সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছিল।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ক্রমিক ১ম সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছয়টিমাত্র অধিবেশনে ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিতপ্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক
১ম অধিবেশন ১৪ আশ্বিন, ১৩২৩ রবিবার	রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ শ্রীযতীন্দ্র মোহন চৌধুরী	
২য় অধিবেশন ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২৩ রবিবার	পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে শেষ কথা শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ সব ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট	নলীক্ষৈর প্রস্তর স্তম্ভ নবরত্ন মন্দিরের কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টক। উপহর্ত্তা শ্রীজ্ঞানাকান্ত ভট্টাচার্য্য
৩য় অধিবেশন ১৫ মাঘ, ১৩২৩	মুদ্রাদর্শন শ্রীভবরঞ্জন তর্কতীর্থ	৩ টি স্বর্ণ, ১২ টি রৌপ্য এবং ২ টি তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন প্রদর্শিকা শ্রীমতী কৈলাস কামিনী দে

৪র্থ অধিবেশন ১৯ চৈত্র, ১৩২৩ রবিবার	রঙ্গপুর ভাষার অভিধান শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী	২ টী প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা উপহর্ত্তা শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বক্সী স্বর্ণমূর্ত্তি ১টি উপহর্ত্তা শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বক্সী।
৫ম অধিবেশন ২৩ বৈশাখ, ১৩২৪	হেগেলের দার্শনিক মতবাদ শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র বাগ্‌ছী এম এ,	রঙ্গপুর সুবর্ণহ সরকারী স্কুলের দপ্তরীর চাপরাস (সন ১২৬৮ বাং) উপহর্ত্তা শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস
৬ষ্ঠ অধিবেশন ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	বর্ত্তমান ভূগোলের প্রতিষ্ঠা শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ,	

চিত্রশালায় উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় যে সকল ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই সভার সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বক্সী মহোদয় কর্ত্তৃক উপহৃত প্রস্তর নির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এবং তিনি দুইটী রৌপ্য মুদ্রা উপহার প্রদান করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত ননীক্ষীর গ্রামের ভগ্ন নবরত্ন মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত ইষ্টক বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

কবি স্মৃতি।

আলোচ্য বর্ষে দিনাজপুর উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নির্দ্দেশ মত এই সভার উদ্যোগে এবং পালিচড়ার ভূম্যধিকারী মৌলভী খান মোজাফর হোসেন চৌধুরীর ব্যয়ে কাজী হেয়াত মামুদের রঙ্গপুর পীরগঞ্জ থানার অধীন ঝাড়বিশিলা গ্রামে অবস্থিত সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত ফলক কলিকাতার সুবিখ্যাত সোয়ারিশ কোম্পানী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ ফলকে নিম্নলিখিত লিপি খোদিত করা হইয়াছে ;

"মহরম পর্ব্ব, আম্বিয়াবাণী, জঙ্গনামা, হিতজ্ঞান
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
কাজী হেয়াত মামুদের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে
শ্রীযুক্ত খান মোজাফর হোসেন চৌধুরীর ব্যয়ে
এই সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইল।
১৩২৩ বঙ্গাব্দ।"

চিত্রশালা পরিদর্শন।

কাশিম বাজারের সুপ্রসিদ্ধ পরম বিদ্যোৎসাহী মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই, বিদ্যারঞ্জন এবং রাজসাহী বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার মিষ্টার স্যামন সভার চিত্রশালায় শুভাগমন করিয়া দ্রব্যাদি পরিদর্শন পূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করেন।

সভার মুখপত্র।

সভার মুখপত্র রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দশম ভাগ প্রথম সংখ্যা পর্য্যন্ত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

সভায় উপ ।

উপহৃত পুস্তকের নাম।	উপহর্ত্তা।
সভ্যতার ইতিহাস (১ম খণ্ড) ..	এস্, সি, সান্যাল।
Annual report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle	Secretary, Bengal Secretariat, Book Depot
ব্রজবেণু	শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়।
আয়োজন	
মহিম্নস্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী।
কলাপসার ব্যাকরণ ১ম ভাগ	
পদ্মাপুরাণ	„ দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী বি, এ,
ধানের পোকা	„ প্রফুল্লচন্দ্র সেন।
সমসাময়িক ভারত (১২শ খণ্ড)	„ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ,
বীরভূমির বিবরণ	মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
ঢাকা মিউজিয়মের দ্বিতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ।	ঢাকা মিউজিয়ামের চিত্রশালাধ্যক্ষ।
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার ভাস্কর্য্য এবং মুদ্রার বর্ণনা তালিকা।	বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ।
শান্তিকুঞ্জ	শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ মজুমদার

সভায় উপহৃত পত্রিকা।

ত্রৈমাসিক— সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

মাসিক :— প্রবাসী, ভারতী, নারায়ণ, গৃহস্থ, উৎসব, অর্চ্চনা, স্বাস্থ্যসমাচার, বিজ্ঞান, ব্রাহ্মণসমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্যসংবাদ, সাহিত্যসংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, বাহী, প্রতিভা, তোষিণী, সৌরভ, শ্রীভূমি, উপাসনা, হিন্দু-পত্রিকা, গম্ভীরা।

সাপ্তাহিক :— বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, হিন্দুরঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষাসমাচার, রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ সমাচার, সঞ্জয়, সুরমা, স্বরাজ।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়-বিবরণ।

আয়।

বিষয়	টাকা
চাঁদা আদায়	৪১৫৷০
প্রবেশিকা	২৲
হায়াৎ মামুদ স্মৃতি তহবিল	১০৲
ব্যোমকেশ সাহায্য আদায়	৬৩৸০
গৌড়ের ইতিহাসের মূল্য আদায়	৩৲
সেরপুরের ইতিহাসের মূল্য আদায়	৷০
বগুড়ার ইতিহাসের মূল্য আদায়	৯৲
আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্টের মূল্য আদায়	৷০
নিমাই চরিত্রের মূল্য আদায়	।০
ভিঃ পিঃ কমিশন আদায়	৭।/০
এক কালীন দান	১৩০৲
পুরাতন কাগজ বিক্রয়	১৸০
রঙ্গপুর ব্যাঙ্ক হইতে উঠান হয়	৸/৯
ঐ ব্যাঙ্কের সুদ আদায়	৩৶৬
জমিদার ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানতী ১৯১৫ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৬ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সুদ	৭৬৸/৬
নর্থ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের বার্ষিক (ক) আমানতী ১৩২১ আশ্বিন হইতে ১৩২৩ আশ্বিন পর্য্যন্ত সুদ	৬৬।৵৬
	৭৯০৸৵৩
গত বর্ষের তহবিল—	৩১৬২৸৵৩
	৩৯৫৩৸৯
বাদ খরচ—	৯৪১৸৯
	৩০১২৲

ব্যয়।

বিষয়	টাকা
চিত্রশালা গৃহ নির্ম্মাণ	২৬৪৸৶৬
গভর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনা	১৩০৲
কাজি হায়াৎমামুদের স্মৃতিফলক প্রস্তুত	২১৲
ব্যোমকেশ সাহায্য	৫৩৷০
পত্রিকা প্রকাশ	১০৪৶৬
রঙ্গপুর ইতিহাস প্রকাশ	।৵০
অধ্যাপক জীবনী প্রকাশ	।০
বগুড়ার ইতিহাসের জন্য ব্যয়	৷০
গ্রন্থাগারের ব্যয়	।০
চিত্রাশালার ব্যয়	৩৸৶০
মূর্ত্তি সংগ্রহ	/০
বার্ষিক অধিবেশন	৫৵০
চিত্রশালা পরিদর্শন	১।/৬
আসবাব খরিদ	৫০।৩
বেতন ব্যয়	১৮৬৵৩
দপ্তর সরঞ্জামী	১৫৵৩
ডাক ব্যয়	৬৩৷৶৬
বিবিধ মুদ্রণ	২০৲
মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২০৲
ইরসাল মূল সভা	১৲
	৯৪১৸৯

পরিশিষ্ট।

I paid another visit to-day on my way to Gailandha, but could stay only a few minutes, I notice a substantial advance since my last visit. I wish the Parishat every success.

Sd/- H. F. Samman,
Commissioner, Rajsahi Division.
22/2/17

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী,
সম্পাদক।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক কার্য্য-বিবরণ।

সন ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

১৩২৫ বঙ্গাব্দে এই সভা চতুর্দ্দশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ বিবৃত হইল।

সদস্য	আজীবন	বিশিষ্ট	অধ্যাপক	সহায়ক	সাধারণ	ছাত্র	মোট।
	১	৫	৪	৭	২৩৯	৫২	৩০৮

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম উৎসাহী সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় পরলোকগমন করেন। পূর্ণেন্দু বাবুর পরিবারের জন্য এই সভা অর্থ সাহায্য সংগ্রহে তৎপর হইয়াছেন।

বিগত ২৮শে মাঘ রবিবার (বঙ্গাব্দ ১৩২৪) তারিখে এই সভার দ্বাদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি, এ; বি, এস্, সি; মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনিবার্য্য কারণে ত্রয়োদশ বর্ষের প্রায় শেষভাগে দ্বাদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে একত্রে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির হইয়াছে। ১৩২৫ বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এবং ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই চতুর্দ্দশবর্ষারম্ভ গণনা করা হইতেছে।

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ (১৩২৪।২৫) বর্ষের ১ জন সভাপতি, ৫ জন সহকারী সভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ৪ জন সহকারী সম্পাদক এবং ছাত্রাধ্যক্ষ ও চিত্রশালাধ্যক্ষ মোট ১৪ জন সদস্য লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং ত্রয়োদশ বর্ষে ২টী সাধারণ ও ২টী বিশেষ মোট ৪টী অধিবেশন হইয়াছে।

ত্রয়োদশ বর্ষে একটী মাসিক ও দুইটী বিশেষ অধিবেশন হয়।

প্রথম অধিবেশন ২৬শে ফাল্গুন ১৩২৪।

সংস্কৃত ভাষার পরিণাম—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

প্রদর্শিত দ্রব্য :—গৌড়ের চিত্রাবলী—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ; আই, সি, এস।

শোকপ্রকাশ, সভার উৎসাহী সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের পরলোকগমনে।

বিশেষ অধিবেশন, ... অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এস, সি, মহাশয় "উদ্ভিজ্জের মনস্তত্ত্ব" (Psychology of plants) সম্বন্ধে দুইটী বিশেষ বক্তৃতা করেন। উহার প্রথম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি সম্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও দ্বিতীয় অধিবেশনে তাজহাটের রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর সভাপতির কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, সাহিত্য পঞ্জিকা। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, পালি-প্রকাশ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি, এস, সি, মহাশয় The Economic Botany of India পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, প্রবাসী; নারায়ণ, গৃহস্থ, স্বাস্থ্যসমাচার, বিজ্ঞান, ব্রাহ্মণ সমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, সাহিত্য-সংহিতা, অর্চ্চনা, জগজ্জ্যোতি, বাঁশী, প্রতিভা, তোষিণী, সৌরভ, উপাসনা, হিন্দু পত্রিকা, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দু-রঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষা-সমাচার, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ-সমাচার, সঞ্জয়, সুরমা, সুরাজ ও রঙ্গপুর দর্পণ—এই সকল সাময়িক পত্রিকা বিনিময়ে নিয়মিত উপহার স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়া অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে এই সভা বিগত বর্ষে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়ের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন যে, উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণের প্রতিনিধিরূপে একজন সাহিত্যসেবীকে টেক্‌সট বুক কমিটিতে (Text book Committee) গ্রহণ করা হউক। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় গত ১১।৭।১৮ তারিখে ২২০১ এ সি পত্র দ্বারা ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত সম্মিলন কর্ত্তৃক এতদর্থে গঠিত শাখা সমিতির গত ৩।৮।১১।২৪ তারিখের অধিবেশনে উত্তরবঙ্গ

সাহিত্য সম্মিলন ও এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে ঐ টেক্‌স্‌ট বুক কমিটিতে সদস্যরূপে (Text book Committee) গ্রহণার্থ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তদনুসারে তিনি উক্ত কমিটির সদস্যরূপে গৃহীত হন।

বিগত বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল্ মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ২৬শে ও ২৭শে শ্রাবণ তারিখে জন্মাষ্টমীর অবকাশে বগুড়া নগরীতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্, এ; বার-এট্-ল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দশম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত নবাবজাদা সৈয়দ আফ্‌তাফ্ আলি সাহেব বাহাদুর বগুড়াবাসীর পক্ষ হইতে সমাগত সাহিত্যিকদিগকে অভ্যর্থনা করেন এবং বগুড়ার ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল্, এম্, এস্ মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

সভার মুখপত্র রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দশম ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

আয় ব্যয়।

সভার সর্ব্বপ্রকার আয়—	৭২৪৷৯
গত বর্ষের তহবিল—	৩০১২৲
	৩৭৩৬৷৷৯
বাদ সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	১৫৪৪৵৯
	২১৯২।৴০
জমিদারী ব্যাঙ্ক স্থায়ী আমানত—	২০০০৲
ঐ অস্থায়ী ...	৫৭৮৵০
জিম্মা সম্পাদক—	১২৩।৯
" সহঃ সম্পাদক—	১১৵৩
	২১৯২।৴০

চতুর্দ্দশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ।

১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

১৩২৬ বঙ্গাব্দে এই সভা পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার চতুর্দ্দশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ বিবৃত হইল—

সদস্যের মৃত্যু।—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে রঙ্গপুর বামনডাঙ্গার ভূম্যধিকারী বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী ও মালদহ ইংরেজাবাদের জমিদার কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ষদ্বয়ের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির চারিটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছে।

বিগত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন না হওয়ায়, বর্ত্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে বৈশাখ তারিখে আহূত অধিবেশন লইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষে মোট দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক
প্রথম ও দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন। ২২শে বৈশাখ, রবিবার।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্য মীমাংসা-পুরাণতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে বক্তৃতা (পূর্ব্বাংশ)। শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ মহাশয় লিখিত অদ্বৈতমঙ্গল পুঁথি ও অদ্বৈতাচার্য্যের কাল-নিরূপণ প্রবন্ধের প্রতিবাদ।
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন। ২৯শে বৈশাখ, রবিবার।	শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্য-মীমাংসা-পুরাণতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সাধনা (উত্তরাংশ) (বক্তৃতা)।
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন। ১৯শে শ্রাবণ, রবিবার।	শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ, মহাশয় লিখিত "ভট্ট কবিতা"। এই অধিবেশনে (ক) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রদত্ত স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

(খ) ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় প্রদত্ত সাহ আলম বাদশাহের মুদ্রা প্রদর্শিত হয়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। ২২শে ভাদ্র, রবিবার। — শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ মহাশয়ের লিখিত "বদরপুরের কেল্লা ও শিলালিপি"।

বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহদাতা বহু গ্রন্থ প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। ২৫শে কার্ত্তিক, রবিবার। — শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন মহাশয়ের লিখিত "সৃষ্টিতত্ত্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন। ৭ই পৌষ, রবিবার। — শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "বিবেককার শূলপাণি"। এই সভায় (১) রঙ্গপুর বামনডাঙ্গার জমিদার বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং (২) কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ও (৩) হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন। ১২ই ফাল্গুন, রবিবার। — শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের লিখিত "সত্যনারায়ণের পাঁচালী সম্বন্ধে আলোচনা।"

নবম মাসিক অধিবেশন। ১৬ই চৈত্র, রবিবার। — শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ মহাশয় লিখিত "বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য"।

দশম মাসিক অধিবেশন। ২৮শে বৈশাখ, রবিবার। — শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বি, এ, বি, টি, মহাশয় লিখিত "গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুঁথি"।

নিম্নলিখিত হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যগণ শাখার গ্রন্থাগারে পুঁথি ও পুস্তকাদি উপহার প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত বাগালীলা সূত্র	শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী।
সত্যপীরের পুঁথি—	প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।
জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত —	জগদিন্দ্র দেব রায়কত

কলেমা—
সহজ নমাজ শিক্ষা
ইস্‌লাম ইতিবৃত্ত — মহম্মদ হমির উদ্দীন আহম্মদ
তাপস সোপান

সারনাথের ইতিহাস— বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ।
হংসদূত— বসন্তকুমার দাস বি, এ, বি, টি।
সত্যনারায়ণের পাচালী — প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।
(জয়নাথ ঘোষ)

প্রাচীন পুঁথি-

প্রাতঃকৃত্য—
পাণ্ডবগীতা— } জগদিন্দ্র দেব রায়কত।

বিগত বর্ষে বিনিময়ে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, প্রবাসী, নারায়ণ, স্বাস্থ্য-সমাচার, ব্রাহ্মণ-সমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, অর্চ্চনা, সাহিত্য-সংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, প্রতিভা, তোষিণী, সৌরভ, উপাসনা, হিন্দু-পত্রিকা, The Devalaya Review আর্য্যবিভূতি, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দুরঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষাসমাচার, রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ গৌড়দূত, মালদহ-সমাচার, সঞ্জয়, সুরমা, স্বরাজ, রঙ্গপুর-দর্পণ।

"নারায়ণ" সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্, এ, মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিগত ২৪শে ফাল্গুন, শনিবার ১৩২৫ বঙ্গাব্দ তারিখে স্থানীয় এডওয়ার্ড স্মৃতি-ভবনে এক সান্ধ্য-সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল।

চিত্রশালা পরিদর্শন—বিগত বর্ষে অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম্, এ, পি, আর, এস্ এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্, এ, বার, এট্, ল; ও মুর্শিদাবাদ বালুচরের জমিদার শ্রীযুক্ত শ্রীপৎ সিং ও জগপৎ সিং মহোদয়গণ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—জন্মাষ্টমীর অবকাশে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র হইতে জলপাইগুড়ী নগরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ করা হইয়াছিল। সাময়িক জ্বরের প্রাবল্য নিবন্ধন তত্রত্য কার্য্যনির্ব্বাহক

সমিতির অনুরোধে কেন্দ্র সভা এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন যে ৺পূজাবকাশের অন্তে অপেক্ষাকৃত সুবিধা জনক কালনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সম্মিলনের অধিবেশন করা হইবে। বর্ত্তমানে এতৎসম্বন্ধে পত্র ব্যবহার চলিতেছে।

সভার মুখপত্র বিগতবর্ষে সভার মুখপত্র রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৩, ১ম—৪র্থ এবং ১৩২৪, ১ম—৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রসভা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

আয় ব্যয়।

আয়—	৩৩২৸৶৬
গত বর্ষের তহবিল—	২১৯২।/০
	২৫২৫।৬
বাদ খরচ--	৯৯৩৶০
	১৫৩১৸৶৬

জমিদারী ব্যাঙ্ক স্থায়ী আমানত—	১৫০০৲
ঐ অস্থায়ী—	৪৶৬
জিম্মা সহঃ সম্পাদক—	২৭।৶০
	১৫৩১৷৷৶৬

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

পঞ্চদশ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৬

সদস্য সংখ্যা :— আজীবন ১, বিশিষ্ট ৫, অধ্যাপক ৪, সহায়ক ৭, সাধারণ ১৪৬, ছাত্রসভ্য ৫২, মোট ২১৫।

আলোচ্য বর্ষেও ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন হয় নাই। এই জন্য দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত কর্ম্মাধ্যক্ষ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ দ্বারাই আলোচ্য বর্ষের কাজ চলিতেছে। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ২টি অধিবেশন হইয়াছিল।

মাসিক অধিবেশনের সংখ্যা :— ১। প্রবন্ধ "সাময়িক সাহিত্য প্রসঙ্গে দুই চারিটি কথা।" লেখক শ্রীযুক্ত কালীচরণ কাব্যতীর্থ।

বিশেষ অধিবেশন :— দিনাজপুরের মহারাজা স্যর গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ জন্য আহূত হয়। এতদ্ব্যতীত ছাত্র সভার কয়েকটী অধিবেশন হইয়াছিল কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এম, এ, ও ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বাগছী এম, এ, মহাশয় এই সকল সভা পরিচালন করেন।

শাখার মুখপত্র :— আলোচ্য বর্ষে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ১ম হইতে ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থের নাম	উপহার দাতার নাম
ফল্গু পাঁচফুল	শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।
সামবেদীয় তলবকার উপনিষৎ (১৭৩৮ সন) যজুর্ব্বেদীয় ঈশ বা বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ (১২২৪ সাল) অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ সত্যনারায়ণের পাঁচালী	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।
আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক প্রস্তাব আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা সংগ্রহ	কবিরাজ হরিমোহন দাশ গুপ্ত কবিরত্ন
1. On an ancient Ureya ceremony for Rain Compelling. ...	Babu Sarat Ch. Mittra.
2. On three folk songs from the District of Pabna in Eastern Bengal ...	Do
3. Notes on some omens of the Aborigines of Chhota Nagpore and Santalia. ...	Do

4. On the Vestiges of Tiger Worship in the District of Mymensing in Eastern Bengal. ... Do
5. On some curious cults of Southern & Eastern Bengal. ... Do
6. On a Mahammadan folk tale of the Hero & the Deity type.... Do
7. The Mango tree in the marriage ritual of the Aborigines of Chhota Nagpore and Santalia —
8. Short notes on the Ancient Monuments of Gour and Pandua — Basanta K. Das B.A, B.T,
9. Books of the Old & New Testament. ... Babu Sarat Ch Das

পরিদর্শন :— আলোচ্যবর্ষে মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর, মাননীয় মিঃ এইচ্ হুইলার, ও রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মাননীয় মিঃ ডি, এচ, কিংস্‌ফোর্ড কার্য্যালয় ও চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন :— জলপাইগুড়ির নেতৃবৃন্দ তথায় এই সম্মিলনের অধিবেশন আহ্বান করিতে সম্মত না হওয়ায় রাজসাহী নওগাঁয়ে অধিবেশনের চেষ্টা হইতেছে।

আয় ব্যয় :—

সর্ব্বসমেত আয়—	২১৩৭।৴৬
বাদ ব্যয়—	৬১৩।৴৬
উদ্বৃত্ত—	১৫২৪৲
জমিদার ব্যাঙ্ক স্থায়ী আমানত—	১৫০০৲
ঐ অস্থায়ী আমানত—	৪৶৬
জিম্মা সহঃ সম্পাদক—	১৯৸৬
	১৫২৪৲

ষোড়শ বর্ষ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭.

সদস্য সংখ্যা :—

আজীবন ২, বিশিষ্ট ৫, অধ্যাপক ৮, সহায়ক ১২, সাধারণ ১৫০, ছাত্র ৬০, মোট ২৩৭ জন।

আলোচ্যবর্ষে "হিতবাদীর" সম্পাদক শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সভার পঞ্চদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনের সংখ্যা— ৪

সাধারণ মাসিক অধিবেশন— ৪

প্রবন্ধ পাঠ : – শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বি, এ, বি, টি, মহাশয়ের "ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বঙ্গভাষ," শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় মহাশয় লিখিত "ভারতের জ্ঞান," পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখিত "জয়দেবের শ্রীরাধা" এবং "সাহিত্যে চণ্ডীদাস ও তাঁহার পদ পরিচয়"।

সভার মুখপত্র :— আলোচ্যবর্ষে সভার মুখপত্র ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১ম-৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

1.	On a Behari Ceremonial (worship of Tolemistic Origin)	Registrar of Calcutta University
2.	On the Karma Dharma Festival of North Behar and its Nunda Analogues ...	Do
৩।	ধূপ	রাণী নিরুপমা দেবী, কুচবিহার।
৪।	প্রাচীন ভূগোল ও খগোল বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্ন্যাল।
5.	Peace day Celebration, Exibition and Mela at the Eden-Gardens 19.9 ...	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মৈত্র, তাজহাট।

৬। আর্য্যজাতির আদি নিবাস ... শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল।

৭। বেহুলা লখিন্দর ... ... ঐ

পরিদর্শন :— আলোচ্যবর্ষে ভারত গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য মাননীয় এইচ্ হুইলার এবং রাজসাহী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার ডি, এইচ্, লিস্ সভা পরিদর্শন পূর্ব্বক সভার কার্য্যকারিতা দর্শনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আয় ব্যয়।

আলোচ্যবর্ষে সর্ব্বসমেত আয়— ৪৮৪৸০
গত বর্ষের তহবিল— ১৫২৪৲

২০০৮৸০
২৭৩৸৶৯

১৭৩৫৶৩ তহবিল।

সপ্তদশ সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ—১৩২৮

সদস্য সংখ্যা :— আজীবন ১, বিশিষ্ট ৫, অধ্যাপক ৮, সহায়ক ১২, সাধারণ ১৫০, ছাত্র ৫০, মোট ২২৬

সাধারণ মাসিক অধিবেশন :— ৩

প্রবন্ধ—'সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও সমাজ' লেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

শোক প্রকাশ :— প্রতিভাবান কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের পরলোক গমনে।

সভার আয়— ২০৭৷৷৹
গত বর্ষের তহবিল— ১৭৩৫৶৩

১৯৪৩৷৷৶৩
বাদ সর্ব্বপ্রকার ব্যয়— ৪২৪৷৯

১৫১৮৷৶৬

অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ—১৩২৯

সদস্য সংখ্যা—পূর্ব্ববৎ

মাসিক অধিবেশন—৫

প্রবন্ধ :— ভারত সাহিত্য সমস্যা — শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান — শ্রীসুদর্শন বিদ্যাভূষণ বাণীসাগর।

গায়ের জোর বনাম মনের জোর — শ্রীগঙ্গাদাস ভট্টাচার্য্য।

শোক প্রকাশ :— নায়ক সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিশালের স্বনামধন্য অশ্বিনীকুমার দত্ত, পণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ সম্পাদক জয়চন্দ্র সরকার।

আয় ব্যয়।

সভার সর্ব্বপ্রকার আয়— ১৭০৸০

১৩২৮ সালের তহবিল— ১৫২৮৶৬

১৬৮৯৶৬

বাদ সর্ব্বপ্রকার ব্যয়— ১৭৫৸০

১৫১৩।৶৬

ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ

১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

২৩শে ভাদ্র, ১৩৩০ প্রবন্ধ — লেখক

সমাজপতির সাহিত্য সেবা — শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগচী।

"অভয় মন্ত্র" কবিতা — " রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি, এ,

সভার সর্ব্বপ্রকার আয়— ২১৯৷৷

১৩২৯ সালের তহবিল— ১৫১৩।৶৬

১৭৩২৷৷৶৩

সর্ব্বপ্রকার ব্যয়— ২১৫৶৬

১৫২৭।৶৯

বিংশ সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ (১৩৩১ বঙ্গাব্দ)

১ম মাসিক অধিবেশন	প্রবন্ধ	লেখক
১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১	প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগছী বি, এ,
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—		
১৮ শ্রাবণ, ১৩৩১	রঙ্গপুর ইতিহাসের একপৃষ্ঠা	„ কেশবলাল বসু।

এতদ্ভিন্ন বিশেষ অধিবেশনে আশুতোষ চৌধুরী ও ৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়।

সভার আয়—	২০২৵০
গত বর্ষের (১৩৩০) তহবিল—	১৫১৭।৶৯
	১৭১৯॥৶৯
সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	৭০২৸৶৬
উদ্বৃত্ত—	১০১৬৸৶৩

একবিংশ সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ—১৩৩২

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য সম্মিলন,—সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, তাঁহার অভিভাষণে ভাস্কর বর্ম্মার একটি নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কারের সংবাদ দেন। এই সাহিত্য সম্মিলনে দিনাজপুর, বগুড়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে কতিপয় সাহিত্যিক ও স্থানীয় রাজপুরুষগণ যোগদান করেন।

রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর শাখার স্থায়ী সভাপতি পদে ও আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বার্ষিক অধিবেশনের সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন।

অধিবেশন সংখ্যা—৬।

১ম মাসিক,—প্রবন্ধ—"স্বর্গীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের চরিতাখ্যান" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

১ম বিশেষ—স্বর্গীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ন এবং স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ সমিতি গঠন হয়।

২য় মাসিক, প্রবন্ধ—"প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়" শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগচী বি, এ,

এ অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

৩য় মাসিক,—প্রবন্ধ—"সাহিত্য ও সম্প্রদায়" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি, এ,

২য় বিশেষ—মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

৪র্থ মাসিক,—প্রবন্ধ—"কালাজ্বর" শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র ভৌমিক এম বি,

আয়—২৫৯৮৬ গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ১০১৬৮৩, মোট ১২৭৬৸৯, ব্যয়—২৬০৶৬, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১০১৬৶৩

নিখিল যোগতত্ত্বালোচনা সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস ও তাঁহার পত্নী শাখার কার্য্যালয় ও চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

—:০:—

দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ। (১৩৩৩)

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সভাপতি মহাশয় ৫০০৲ টাকা দিয়া আজীবন সদস্যপদ ও পৃষ্ঠপোষকের পদ গ্রহণে সম্মতি দান করিয়াছেন। স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড শাখার চিত্রশালার সংরক্ষণের জন্য মাসিক ২৫৲ হিসাবে ৩০০৲ বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে শাখার বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছিল। সদস্য সংখ্যা—আজীবন—১, বিশিষ্ট—৩, সহায়ক—৪ অধ্যাপক—৪, সাধারণ সদস্য—১২০।

স্মৃতিরক্ষা—৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য রাধাবল্লভের জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং এই টাকা ভাস্করকে অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে।

অধিবেশন সংখ্যা—বিশেষ ১; মাসিক ৭।

অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ:—

১। কঙ্কালমঙ্গল আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি, এ।

২। গোবিন্দদাসের কড়চা গ্রন্থের প্রতিবাদ—শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় বি, এল্।

৩। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী, এম, এ।

৪। শেষ যুগে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্যসেবী—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু।

৫। সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের জীবনী—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

৬। 'মাল্য', 'মালঞ্চ' ও 'সাগর সঙ্গীতে'র সমালোচনা—শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ সেন।

৭। রঙ্গপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী।

৯। মৎস্যের চাষ—শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দে।

১০। গো-পালন— ঐ ঐ।

শোক সভা।—(ক) হরগোপাল দাস কুণ্ডু (খ) ৺শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ, (গ) ৺খান্ বাহাদুর তসলিমউদ্দিন আহাম্মদ বি, এল, এবং (ঘ) ৺হরিমোহন বসু মহাশয়গণের পরলোক গমনে শোক সভা আহূত হয়।

গত বর্ষের তহবিল	১০১৬।৵৩
বর্ত্তমান বর্ষের আয়	২১১৲
	১২২৭।৵৩
সর্ব্বপ্রকার ব্যয়	২১১।০
	১০১৬৶৩

উদ্বৃত্ত ১০১৬৶৩ টাকার মধ্যে জমিদারী ব্যাঙ্কে ১০০০৲ জমা দেওয়া আছে এবং ১৬৶৩ সম্পাদকের হস্তে আছে।